

SESM : 02, BLOCK : 2
DEVELOPMENTAL AND BEHAVIOURAL ASPECTS
(বিকাশ এবং আচরণ—সম্পর্কীয় বিষয়)

একক-২ : বিকাশ এবং আচরণ সম্পর্কীয় বিষয় (Development and Behavioral aspects) ভূমিকা :

আপনারা জানেন যে মানসিক প্রতিবন্ধীরা তাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে হলে মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানা দরকার। আপনারা SESM 01, Block-2-তে মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জেনেছেন। SESM 01, Block-3, Unit 3-তে আপনারা পরামর্শ এবং সাহায্য দান সম্পর্কে জেনেছেন। মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে এই ব্লকে দুটি একক আছে। প্রথম এককে আপনারা স্বাভাবিক বিকাশ, বিকাশের নীতি এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানবেন যেমন শারীরিক, সামাজিক, আবেগ সংক্রান্ত, বোধশক্তিজনিত এবং ভাষার বিকাশ। অঙ্গ-সঞ্চালন এবং ভাষাগত বিষয়ে এই বইয়ে একক ৩ থেকে জানবেন কেমন করে পিছিয়ে পড়া ও সীমাবদ্ধ মানুষের সঙ্গে আচরণ করা যায়।

আপনারা আচরণ সম্পর্কে দ্বিতীয় এককে জানবেন। কেমনভাবে তা তৈরী হয়, কাকে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে অভাব বলে এবং কাকে অপসঙ্গত আচরণ বলে। আপনারা সমস্যাজনিত আচরণ বিশ্লেষণ করতে শিখবেন এবং কিভাবে তা শোধরানো বা পাল্টানো যায় তাও শিখবেন।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাজনিত আচরণ আপনাদের শ্রেণীক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে হবে। এই ব্লকটি আপনাদের স্বাভাবিক বিকাশ বুঝতে, তা থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে এবং শ্রেণীক্ষেত্রে সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতেও শেখাবে।

একক ১ □ বিকাশের স্তরসমূহ (Developmental Stages)

গঠন

- ১.১ ভূমিকা
- ১.২ উদ্দেশ্য
- ১.৩ বৃষ্টি ও বিকাশ
 - ১.৩.১ বিকাশের নীতি
- ১.৪ বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ
 - ১.৪.১ শক্তিকেন্দ্রের (মোটর) বিকাশ
 - ১.৪.২ ভাষার বিকাশ
 - ১.৪.৩ জ্ঞানের (কগ্নিটিভ) বিকাশ
 - ১.৪.৪ আবেগের বিকাশ
 - ১.৪.৫ সামাজিক বিকাশ
 - ১.৪.৬ ক্রীড়া শৈলীর বিকাশ
- ১.৫ মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিকাশমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা
- ১.৬ নীতিগত বিবেচনা
- ১.৭ এককের সারাংশ : মনে রাখার বিষয়
- ১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন
- ১.৯ বাড়ির কাজ
- ১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিষ্কৃটন
 - ১.১০.১ আলোচনার সূত্র
 - ১.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র
- ১.১১ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

একজন ব্যক্তির জীবনকালের ধারাবাহিকতার ক্রম নির্ধারণ করে থাকে বিকাশ প্রক্রিয়া। ভূণ সঞ্চারের সময় থেকেই বিকাশ শুরু হয়ে যায়। একজন ব্যক্তির জন্মের পূর্বে, জন্মকালীন সময়ে এবং জন্মের পরের স্তরেও বিকাশ প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন হয়ে চলে। সাধারণতঃ জন্মের পূর্বকালীন সময়কে আমরা প্রয়োজনীয় ঘটনা বলে মনে করি। কিন্তু জন্মের পূর্বকালীন পরিবেশ— যেখানে শিশু বেড়ে ওঠে জন্মের পূর্বে, তার প্রভাব অপরিসীম শিশুর পরবর্তীকালীন শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে।

অতীতে শিশুর লালন পালন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথাগত নিয়মের ওপরে বিশ্বাস রাখা হত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে ধ্যান ধারণারও উন্নতি হয়েছে। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রটি তার বিকাশের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির উপরই আলোকপাত করে থাকে। সুতরাং, শিশুর বিকাশ নিয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্য হল— নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা—

- বিকাশের একটি স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে বাহ্যিক রূপ, ব্যবহার, আগ্রহ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন;
- যে বয়সে এই পরিবর্তনগুলি ঘটে;
- পরিবেশের শর্তাবলী যার মধ্যে এই বিকাশমূলক পরিবর্তন ঘটে।
- শিশুর আচরণে বিকাশমূলক পরিবর্তনের প্রভাব এবং পরিবর্তনের নির্ধারণ এবং বিকাশমূলক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগগুলি পড়লে জানা যাবে

- বৃদ্ধি ও বিকাশের সংজ্ঞা
- বিকাশের নীতিসমূহ
- বিকাশের ক্ষেত্রে, যেমন— শারীরিক, সামাজিক ক্রীড়াশৈলী, আবেগমূলক, জ্ঞানমূলক এবং ভাষাগত বিকাশ এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিকাশমূলক অনগ্রসরতার প্রভাব।

১.৩ বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development)

প্রায়শই, বৃদ্ধি ও বিকাশ সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও উভয়ের ভাবার্থ/গূঢ়ার্থ হল পৃথক। বৃদ্ধি ও বিকাশের দ্বারাই ব্যক্তির ভ্রূণ সঞ্চার থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা নির্ধারিত হয়। ‘বৃদ্ধি’ শব্দটির অর্থ হল ‘পরিমাণগত’ পরিবর্তন। যা হল আয়তন ও গঠনগত প্রসার। বিকাশকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগত পরিবর্তনের প্রগতিশীল ধারা হিসাবে বর্ণনা করা যায়। বিকাশ চিহ্নিত করে যে এই পরিবর্তনগুলির নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথ ও গতিপথ আছে এবং সেই পথ একজনকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, অনগ্রসর হতে নয়। ‘বিকাশ’ কথাটি গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। বর্তমানে যে পরিবর্তন ঘটছে তার সঙ্গে অতীতের ও ভবিষ্যতের পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে।

গর্ভধারণ হয়ে থাকে যখন একজন পুরুষের শুক্রাণু একজন মহিলার ডিম্বাকোষের বা ডিম্বাণুর কোষপ্রাচীর ভেদ/বিন্ধ করে। এই নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ‘জাইগোট’ বলা হয়, ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম বহন করে যার প্রতিটি ক্রোমোজোম নতুনজীবটি সম্পর্কে কোন না কোন তথ্য বহন করে। এই জাইগোট বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে শুরু করে। এইভাবে বিকাশের প্রথম ধাপ শুরু হয়। শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর

নিষিক্তকরণ থেকে প্রথম দুটি কোষের বিকাশ হতে সময় লাগে সাধারণত (২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা। গর্ভধারণ থেকে জন্মের সময় গুলিকে সাধারণ তিনটি ধাপে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম ধাপটিকে বলা হয় 'ডিম্বাণুর ধাপ' যা শুরু হয় নিষিক্তকরণ থেকে এবং বিস্ফরন পর্যন্ত চলে। দ্বিতীয় ধাপটিকে বলা হয় 'এম্ব্রিও ধাপ' যা ১ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। এই সময়ে কোষের পৃথকীকরণের মাধ্যমে সকল প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি বিকশিত হতে শুরু করে। শেষ ধাপ হল ৮ সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত (সাধারণত ৪০ সপ্তাহ)— ঐ ধাপকে বলে ফেটাস্ এর ধাপ।

১.৩.১ বিকাশের নীতি (Laws/Principles of Development)

বিকাশের পথে যে সকল গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন হয় সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সেগুলির ক্ষেত্রে কিছু সার্বজনীন উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এগুলিকে বিকাশের নীতি বলা হয়ে থাকে।

১. বিকাশের ফলে পরিবর্তন হয়ে থাকে (Development involves Changes)

বিকাশ আয়তন ও সঙ্গতির (PROPORTION) পরিবর্তন করে থাকে। পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলি মুছে যায় ও নতুন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শিশু দৈহিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হয়।

২. প্রারম্ভিক বিকাশ হল পরবর্তী বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ (Early development is critical for later development)

প্রারম্ভিক গঠনমূলক বছরগুলিকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কারণ প্রারম্ভিক ভিত্তি স্থায়ী হয় এবং ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণকে সারাজীবন ধরে প্রভাবিত করে।

৩. বিকাশ হল পরিণাম ও শিখনের পরিণতি (Development is the product of maturation and learning)

বিকাশ হল বংশগতি ও পরিবেশ গত উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। বংশগতি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয় এবং জীনগত সম্ভাবনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ হল অবশ্যস্বাভাবী শর্ত।

৪. বিকাশের ধারাকে অনুধাবন করা যায় (The developmental pattern is predictable)

বিকাশের ধারাকে জন্মের পূর্বে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই অনুধাবন করা যায়। বিকাশের দিক নির্ধারণ করার দুটি সূত্র আছে।

(ক) বিকাশ সেফ্যালোকডাল সূত্র : (cephalocaudal law) : সেফ্যালো— মাথা, caudal— লেজ) অনুসরণ করে। এই সূত্র অনুযায়ী বিকাশ সারা দেহের ক্ষেত্রেই মাথা থেকে পায়ের দিকে প্রসারিত হয়। যার মানে হল বিকাশ গঠনমূলক ও কার্যমূলক উভয়ক্ষেত্রেই প্রথম শুরু হয় মস্তিষ্কের অঞ্চলে, তারপর ধরে এবং সবশেষ পায়ের অঞ্চলে।

(খ) বিকাশ প্রক্সিমডিস্টাল সূত্র (proximodistal law) : কাছ থেকে দূর— অনুসরণ করে। এই সূত্র অনুযায়ী বিকাশ দেহের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়।

উদাহরণ—শিশু তার উর্ধ্ববাহু (Arm) ব্যবহার বাহুর (Hand) তুলনায় আগে করতে পারে এবং বাহুর (Hand) ব্যবহারে আঙুলের তুলনায় আগে করতে পারে।

৫. বিকাশের ধারার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাদি আছে (The development pattern has specific characteristics.)

শিশুর বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাদি হল নিম্নরূপ—

- (ক) সকল শিশুর বিকাশের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।
- (খ) বিকাশ সাধারণ (General) থেকে নির্দিষ্ট (Specific) প্রতিক্রিয়ার দিকে এগোয়।
- (গ) বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
- (ঘ) বিভিন্ন স্থানের বিকাশের হাড়া ভিন্ন হয়ে থাকে।
- (ঙ) বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

৬. বিকাশের ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে (There are individual differences in development)

শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে বিকাশের ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। বিকাশের ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা বাস্তবিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়। যেহেতু এর ফলে শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায়।

৭. বিকাশের ধারার বিভিন্ন পর্যায় আছে (There are periods in the developmental pattern)

বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলি হল জন্মের পূর্বের পর্যায়, প্রথম শৈশব (Infancy), বাল্যকাল, প্রাক্ শৈশব কাল, পরবর্তী শৈশবকাল এবং বয়ঃসন্ধিকাল। এই পর্যায়গুলিতে ভারসাম্য রক্ষা ও ভারসাম্যহীনতা— দুই প্রকার সময়েরই আবির্ভাব ঘটে থাকে।

৮. বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মতো বিকাশমূলক কাজ আছে (There are developmental tasks to be reached for every developmental period)

বিকাশমূলক কাজগুলি অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানতে সাহায্য করে কোন বয়সে শিশুরা বিভিন্ন বিকাশমূলক পর্যায়গুলিতে দক্ষ হয়ে উঠবে।

৯. বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে (Every area of development has potential hazards)

প্রত্যেক ধাপেই কোন না কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকার সম্ভাবনা আছে। যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে বাধা দেয়। যেমন—শারীরিক বা মানসিক ঝুঁকি বিকাশের ধারাকে বাধা দিতে পারে বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

১০. বিকাশের বিভিন্ন ধাপে আনন্দের তারতম্য ঘটে (Happiness varies at different stages in the developmental period)

সাধারণত জীবনের প্রথম তিন বছর হল সবচেয়ে আনন্দের এবং যৌবনাগম হল সবচেয়ে নিরানন্দের সময়। শৈশবকালে আনন্দকে তিনটি 'এ' A দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা হল গ্রহণযোগ্যতা (Acceptance), অনুরাগ (Affection) ও অর্জন করা (Achievement), শৈশবকালের প্রথম দিকের আনন্দের গভীর প্রভাব থাকে শিশুর পরবর্তী জীবনের—মানানশীলতা (Adjustment) ও সাফল্যের (Success) ক্ষেত্রে।

১.৪ বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Development)

যদিও শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ হল সার্বিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তথাপি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশের হার স্বল্প হয়ে থাকে ও দেরীতে হয়। স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকলে শিক্ষক/শিক্ষিকা তা প্রয়োগ করতে পারেন যখনই কোন বিচ্যুতি/ দেরী দেখা যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশ বর্ণনা করা হল—

- * শক্তি কেন্দ্রের (মোটর) বিকাশ।
- * ভাষার বিকাশ।
- * জ্ঞানের বিকাশ।
- * আবেগের বিকাশ।
- * সামাজিক বিকাশ।
- * ক্রীড়া-শৈলীর বিকাশ।

১.৪.১ শক্তিকেন্দ্রের বিকাশ (Motor Development)

শিশুর শারীরিক বিকাশ কিভাবে হয় তা জানা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ শারীরিক বিকাশ শিশুর আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করে তারা কি পারে তা নির্ধারণের মাধ্যমে এবং পরোক্ষভাবে তাদের নিজের ও অন্যের প্রতি মনোভাবকে প্রভাবিত করে। শারীরিক বিকাশ দেহের আয়তন ও অনুপাতের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করে যা উচ্চতা ও ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে মাপা যায়। শারীরিক বিকাশের মধ্যে হাড়ের বৃদ্ধি, স্থূল পেশী, দাঁত, বয়ঃসম্বন্ধিকালীন পরিবর্তনের প্রাথমিক ও গৌণ বৈশিষ্ট্য এবং স্নায়ুগত বিকাশ সবকিছুকে বোঝায়।

শক্তিকেন্দ্রের বিকাশ মানে স্নায়ু ও পেশীর দ্বারা দেহের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। শিশু তার বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থূল পেশী সঞ্চালনের (Gross motor movements) ক্ষমতা বিকশিত করে। যা বৃহৎ পেশীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন— বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, লাফানো ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে শিশু সূক্ষ্ম পেশী সঞ্চালন আয়ত্ত্ব করে যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পেশীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন— যেসব পেশী জিনিসকে ধরার জন্য, ছুঁতে সুতো পড়ানোর জন্য ইত্যাদিকে ব্যবহৃত হয়। শক্তিকেন্দ্রের সঞ্চালনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিকশিত হলে শিশুর সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে। এটি শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে মানাতে সাহায্য করে এবং শিশুর মধ্যে শারীরিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার ভাব জাগ্রত করে।

শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের নীতি (Principles of motor development) : প্রথম শৈশবের শিশুর ও বাড়ন্ত শিশুর সতর্ক পর্যবেক্ষণ করে তাদের শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া গেছে। শক্তিকেন্দ্রের বিকাশ কিছু নীতি অনুসরণ করে। সেগুলি নিম্নরূপ :

(ক) **শক্তিকেন্দ্রের বিকাশ স্নায়ু ও পেশীর পরিণামের উপর নির্ভরশীল (Motor development depends on neural and muscular maturation) :** জন্মের সময়ে স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নকেন্দ্রগুলি (Lower centers) উচ্চকেন্দ্র (Higher centre) যা হল মস্তিষ্ক (Brain) এর তুলনায় অধিক বিকশিত থাকে। তাই শিশুর

মধ্যে সেই সময় শুধুমাত্র প্রতিবর্তমূলক আচরণ দেখা যায় যেহেতু সেগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের (spinal cord) কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সূক্ষ্ম সমন্বয়মূলক এবং দক্ষতাসম্পন্ন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে লঘু মস্তিষ্ক ও সম্মুখভাগের কেন্দ্রগুলি (frontal lobe) শিশুর পেশীর কাজকর্ম বিকশিত না হলে দক্ষতাসম্পন্ন গতিবিধি গঠিত হতে পারে না।

(খ) শিশুর পরিনমণের দিক থেকে তৈরী না থাকলে দক্ষতার শিখন সম্ভব নয় (Learning of skill cannot occur until the child is maturationally ready) : সেই সকল কাজ শেখানোর প্রয়াস যার জন্য শিশু পরিনমনগত দিক থেকে তৈরী নয় শুধুমাত্র বৃথা চেষ্টাই হয়ে থাকে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দ্বারা সাময়িক লাভ কখনো হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(গ) শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের ধারাকে অনুধাবন করা যায় (Motor development follows predictable patterns) : যেহেতু বিকাশ সেফ্যালোকডাল ও প্রক্সিমডিস্টাল (Proximodistal) সূত্রের উপর নির্ভরশীল, শিশু তাই প্রথমে অন্যান্য জায়গার আগে তার চোখের গতিবিধি ও গলার গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে থাকে। ঠিক যেমন কেন্দ্রিয় অক্ষের স্থানগুলি যেমন পাশ ফেরা এবং বসার উপর নিয়ন্ত্রণ আগে হয় উচ্চবাহু, বাহু ও আঙুলের তুলনায়। এইগুলি শেখা হয়ে গেলে শিশু তার পা ও পায়ের পাতা ব্যবহার করতে শেখে।

(ঘ) শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আদর্শ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় (It is possible to establish the norms for motors development) : শিশু বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, লাফানো, জিনিস তোলা ইত্যাদির গড় বয়স নির্ধারণ করে তার শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আদর্শ নিয়ম (Norm) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে এগুলি লক্ষ্য করে এটা নির্ধারণ করা সম্ভব যে শিশুর বিকাশ তার বয়সের উপযুক্ত, কম না বেশী।

(ঙ) বিকাশের ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে (There are Individual differences in development) : বৌদ্ধিক স্তর ভ্রূণের গতিবিধি, পুষ্টিকর খাদ্য, প্রসব যন্ত্রণা, যথাসময়ের পূর্বে জন্ম, শারীরিক অক্ষমতা, অভিভাবকের অতিরিক্ত যত্ন, শিখনের সুযোগ ইত্যাদি শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের ক্রমাঙ্কন (Sequence of motor development)

- ◆ সামাজিক হাসি (মায়ের হাসির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ) : ৩ মাস
- ◆ আঙুল চোষা : ১ মাস
- ◆ ধরলে মাথা উপর দিকে তোলার চেষ্টা
 - উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় : ১ মাস
 - চিৎ হয়ে, শোয়া অবস্থায় : ৪ মাস
- ◆ ঘোরা :
 - পাশ থেকে পিছনে : ২ মাস
 - পিছন থেকে পাশে : ৪ মাস
- ◆ বসা সম্পূর্ণ
 - টেনে বসার ভঙ্গিতে বসানো : ৬ মাস
 - অবলম্বনের সাহায্যে : ৫ মাস
 - অবলম্বন ছাড়া : ৯ মাস

◆ নিষ্কাশন (Elimination)	
— মলাশয় নিয়ন্ত্রণ	: ২ বছর
— মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণ	: ২-৪ বছর
◆ পৌঁছানো ও আঁকড়ানো	: ৪ মাস
◆ আঁকড়ানো ও ধরা	: ৫ মাস
◆ অবলম্বনের সাহায্যে দাঁড়ানো	: ৮ মাস
◆ অবলম্বন ছাড়া দাঁড়ানো	: ১১ মাস
◆ অবলম্বনের সাহায্যে হাঁটা	: ১১ মাস
◆ অবলম্বন ছাড়া হাঁটা	: ১২ মাস

শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের ঝুঁকি ((Hazards in motor development) :

(ক) শক্তিকেন্দ্রের বিকাশের দেরী (Delayed motor development) : জন্মের পূর্ব, জন্মকালীন ও জন্মের পরবর্তী ব্যাপারগুলি শক্তিকেন্দ্রের বিকাশে দেরী করতে পারে।

(খ) অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা (Unrealistic expectation) : প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক বা শিশু নিজেই তার সামর্থ্যের থেকে বেশী আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে সে (শিশু) যথাযথভাবে কাজটি করতে ব্যর্থ হয়। বারবার ব্যর্থতা আসলে শিশুর মধ্যে অযোগ্যতার মনোভাব তৈরী হতে পারে। তখন শিশু যে কাজ পারে তা করতেও প্রয়াস হয় না।

(গ) গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিখতে ব্যর্থ/দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ (Failure to learn important skills) : যদি শিশু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিখতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার সামাজিক মানানশীলতার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা দেখা যায়।

১.৪.২ ভাষার বিকাশ (Language development) :

ভাষার গ্রহণমূলক ও প্রকাশমূলক দিক আছে। যদি ভাষার গ্রহণমূলক দিকটির ক্ষমতা সীমিত হয়, তাহলে প্রকাশমূলক দিকের বিকাশও প্রভাবিত হয়। বাচনক্ষমতা (Speech) হল ভাষার প্রকাশমূলক দিকের একটি মাধ্যম। এই মাধ্যমটিই হল আমাদের চিন্তন ও অনুভূতি প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকরী ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। বাচনক্ষমতাকে আদানপ্রদানের (Communication) একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বক্তাকে অন্যের বোধগম্য হবার মতো শব্দ ব্যবহার করতে হবে। বাচনক্ষমতার শিখনের জন্য তিনটি প্রধান কাজ করা দরকার—

১. শব্দাবলী তৈরী করা
২. শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে
৩. শব্দ দিয়ে ব্যাকরণগত সঠিক বাক্য তৈরী করা

ভাষা শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমন্বয় সাধনের উপর প্রভাব বিস্তার করে কারণ এর দ্বারা শিশু তার চাহিদা ও ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে।

শিশুর কথা বলা শেখার আগে চারটি মাধ্যম দ্বারা সে যোগাযোগ সাধন করতে পারে।

১. কাঁদা
২. অঙ্গভঙ্গী
৩. কল্কল করা (আধো-আধোভাবে বলা)
৪. আবেগমূলক প্রকাশ

কথা বলা শেখা যায়— (ক) প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে, (খ) অনুকরণের মাধ্যমে, (গ) প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার মাধ্যমে কথা বলতে শেখার জন্য ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

১. মানসিক প্রস্তুতি
২. শারীরিক প্রস্তুতি
৩. অনুকরণের ভালো প্রতিকৃতি (Model)
৪. অনুশীলনের সুযোগ
৫. প্রেষণা ও
৬. নির্দেশনা

যে সকল শিশুর কথা বলতে অসুবিধা আছে তাদের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বোঝাতে উৎসাহ দিতে হবে।

ভাষার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত বিষয়সমূহ (Factors associated with language development)।

১. স্বাস্থ্য (Health) : যেসব শিশু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে বিশেষত যাতে মস্তিষ্ক— প্রভাবিত হয় তাদের কথা বলার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।
২. বৌদ্ধিক স্তর (Intellectual level) : অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা অন্যদের তুলনায় আগে কথা বলায় দক্ষতা অর্জন করে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা বলার ক্ষমতা বিকশিত হতে দেরী হয়। কারণ ভাষার বিকাশ সরাসরি জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত।
৩. পরিবার (Family) : একটি স্বাস্থ্যকর উদ্দীপনাদায়ক ও আনন্দদায়ক পরিবেশ ভাষার বিকাশের সুবিধা করে।

SESMO2 Block-3, unit-3 (এস. ই. এস. এম ০২ পর্ব-৩ একক-৩)-এ বাকশক্তি ও ভাষার বিকাশ ও তাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতার উপর প্রভাব সম্পর্কে আরো বিস্তারভাবে বলা আছে।

১.৪.৩ জ্ঞানের বিকাশ (Cognitive development)

জ্ঞান (Cognition) সেই সকল মানসিক প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আমরা কাজে লাগিয়ে থাকি। নতুন কোন তথ্য শিখতে, বুঝতে, গঠন করতে, জমা করতে ও ব্যবহার করতে। এই কাজগুলি করার জন্য প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, যুক্তি ও বিচারের ক্ষমতার প্রয়োজন।

একক ও সার্বিক পরিমাপ যা ব্যক্তির জ্ঞানের বিকাশের সাধারণ স্তরকে বোঝায় তাকে বলে বুদ্ধি। মস্তিষ্কের স্নায়ুর গঠনই বৌদ্ধিক বিকাশের বিষয়গুলি নির্ধারণ করে। মানসিক বৃদ্ধি (mental growth) হল ব্যবহারের ধরনকে (pattern) উপযুক্ত করার গঠনমূলক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে মানসিক পরিণমনের স্তরে পৌঁছে দেয়।

শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের উপর জিয়ান পিয়াজ (Jean piaget) (1896–1980), একজন সুইস (Swiss) মনোবৈজ্ঞানিক এর যে পর্যবেক্ষণমূলক কাজ সেটা এই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পিয়াজের তত্ত্বটি প্রথম শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সকল বয়সের কথাই মাথায় রেখে করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশু বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং শেখে। পিয়াজের বৌদ্ধিক বিকাশের তত্ত্ব নিম্নলিখিত অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

(১) জ্ঞানের বিকাশ হল শিশুর সক্রিয় ও ঐচ্ছিক অনুসন্ধানের ফল। পরিবেশের সঙ্গে শিশুর আদানপ্রদান জ্ঞানের বিকাশের জন্য একটি অবশ্যম্ভাবী শর্ত।

(২) পিয়াজের তত্ত্ব হল একটি স্তরভিত্তিক তত্ত্ব। বিভিন্ন স্তরে বয়সের ভিন্নতার জন্য কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তনই হয় না। প্রয়োজনীয় গুণগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে।

(৩) প্রত্যেক স্তরের সকল বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক স্তরের জ্ঞানের বিকাশ নির্ভর করে পূর্ববর্তী স্তরের/স্তরগুলির পর্যাণ্ডতার (competance) উপর। পিয়াজের মতে সকল বৌদ্ধিক বিকাশের মূলেই কিছু প্রক্রিয়া আছে। যা জ্ঞানের পরিবর্তনগুলির ধারণ করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সেগুলি হল—

- (১) সাদৃশ্যতা (Assimilation)
- (২) সমন্বয়সাধন (Accommodation)
- (৩) ভারসাম্য রক্ষা (Equilibrium)

সাদৃশ্যতা ও সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া দ্বারা তথ্য সংগৃহীত হয় যা পরবর্তীকালীন বিকাশের পথে মানসিক গঠনটির (Schemata) পরিবর্তন ঘটায়। বিকাশের পথে একটি প্রধান তাগিদ/প্রেষণা ‘থাকা’-এর ফলস্বরূপ ভারসাম্য রক্ষা হয়ে থাকে। মানসিক গঠনটি একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে পাল্টে যায়। বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে পিয়াজ চারটি বৌদ্ধিক বিকাশের স্তর চিহ্নিত করেছেন—

- (১) সংবেদন ও সঞ্চারনমূলক সমন্বয় স্তর (Sensory Motor stage)
- (২) প্রাক ক্রিয়াগত স্তর (Pre operational stage)
- (৩) বাস্তব সক্রিয়তার স্তর (Concrete operational stage)
- (৪) নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operational stage)

(১) সংবেদন ও সঞ্চারনমূলক সমন্বয় স্তর (০ থেকে ২ বছর) **The sensory motor stage [0 to 2 Years]** : প্রথম শৈশবে (Infancy) চিন্তন অপেক্ষা সংবেদন ও সঞ্চারনমূলক কাজের উপরই জ্ঞান প্রধানত নির্ভরশীল। সদ্যজাত শিশুর আচরণের প্রকৃতি প্রধানতঃ প্রতিবর্ত ক্রিয়া নির্ভর— চোখা, ধরা, ইত্যাদি। এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য বিহীন কর্ম থেকেই শিশু ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক কাজ করতে শেখে। ‘সংবেদন’ ও ‘সঞ্চারন-মূলক’ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। এটা বোঝাতে যে শিশুরা প্রথম শেখে সংবেদনজাত পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং তারা তাদের সঞ্চারনমূলক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে তাদের কর্ম অনুসন্ধান ও পরিবেশকে বোঝার

মাধ্যমে। প্রথম শিশু শেখে/জ্ঞান অর্জন করে কোনো জিনিসের কিছু ক্রিয়া করতে গিয়ে যেমন একটা খেলনাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এবং তার নড়াচড়া লক্ষ্য করা। এতে একটি মানসিক প্রতিনিধিত্ব থাকে বলে সংবেদনজাত সঞ্চালনমূলক ছাপ (sensory motor scheme) তৈরী হয়। এই সেনসরি-মোটর স্কিমার একজন শিশুকে সাহায্য করে পরবর্তী একই রকম কাজকর্মগুলিকে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে, পিঁয়াজের কথা মত এই স্তরের শেষের দিকে শিশুর ‘object performance’/জিনিসের স্থায়িত্ব বা ‘object constancy’/জিনিসের ‘স্থিরতা’ সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। উদাহরণ একটি শিশু একটি খেলনা যখন খুঁজতে থাকে তখন পর্দা দিয়ে কোনোভাবে তা আড়াল করা হলেও, শিশু এই স্তরে না পৌঁছালে কোনো খেলনা লুকিয়ে রাখলে তা খুঁজবে না। এই জ্ঞানটি তার মধ্যে বিকশিত হয়, যার থেকে দশমাস বয়সের মধ্যে।

(২) প্রাকক্রিয়াগত স্তর- (২ থেকে ৭ বছর) (Pre-operational stage [2 to 7 years]) : এই স্তরটিকে প্রাকক্রিয়াগত স্তর বলা হয় কারণ এই সময় শিশু ক্রিয়া করার মত বা মানসিক রূপান্তর/পরিবর্তন করার ক্ষমতা অর্জন করে না—এটি একটি স্তর যেখানে ক্রিয়া করার উপযুক্ত যুক্তিশক্তি গঠনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্তগুলি তৈরী হয়। এই সময়ে শিশু সিমবল/প্রতীক ও ভাষার ব্যবহার পূর্বস্তর অপেক্ষা অনেক বিস্তৃতভাবে করে থাকে। এই প্রতীকের ব্যবহার নিখুঁতভাবে হয়ে থাকে ব্যক্তি ও ঘটনার দেহীতে অনুকরণের মাধ্যমে। এমনকি একটি কাজ একদিন পূর্বে ঘটে থাকলেও শিশু সেটি অনুসরণ করতে পারে। একটি খেলনা বাবা, মা, জন্তু ইত্যাদির প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা হতে পারে— যা পরবর্তী উচ্চস্তরগুলির সমস্যা সমাধানের প্রধান ভিত্তি গঠন করে। এই সময়ে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তারা এই সময় নিজেদের জগতের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল স্বল্পবিস্তৃত যেহেতু তারা অন্যের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এইসময় তারা অন্যের জন্য তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে অক্ষম।

(৩) বাস্তব সক্রিয়তার স্তর (৭ থেকে ১১ বছর) Concrete operational stage [7 to 11 years] : এইসময় শিশু বাস্তব, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ মূলক জগৎকে ও ঘটনাকে বুঝতে শেখে। তাদের ‘আত্মকেন্দ্রিক’ চিন্তাভাবনাটি পরিবর্তিত হয় বাস্তব সক্রিয়তার চিন্তনের মাধ্যমে, যার ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ও কাজে লাগাতে পারে। পিঁয়াজ এটিকে বলেছেন কেন্দ্র বিমুখীকরণের ক্ষমতা, এই স্তরের চিন্তনের ক্ষমতার মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন বিষয়কে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও দেখতে সক্ষম হয়। এইসময়ে শিশু কিছু প্রাথমিক যুক্তিও বুঝতে শেখে। (যেটা পিয়াজ বলেছেন “groupings”/“দলবদ্ধতা”) শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কোন জিনিসের বিভিন্ন দিককে বুঝতে শেখে। সংরক্ষণ হল অন্যতম ক্ষমতা যার দ্বারা শিশু বুঝতে শেখে সে যদিও জিনিসের কিছু দিক পরিবর্তিত হয়েছে (যেমন—আকৃতি, আকার) জিনিসটি অন্য কোন দিক থেকে একই রয়েছে (যেমন পরিমাণ অথবা ওজন) যেমন— এক গ্লাস জলের পরিমাণ একই থাকে তাকে অন্য কোন চেষ্টা পাত্রে ঢালা হলেও। অনুরূপভাবে জিনিস (যেমন— মার্বেল) যদি পরপর এক লাইনে সাজান হয় যা একসাথে জড়ো করা থাকে— সংখ্যায় তারা একই থাকে।

উল্টাকরণ/ঘুরিয়ে দেওয়া হল অন্যতম ক্ষমতা যা এই স্তরে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়। এটি হল দুটি জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা, এটা বোঝা যে একটি জিনিস অন্য জিনিসে পরিবর্তিত হতে পারে এবং পুনরায় ফিরেও আসতে পারে যেমন— বরফ ও জল এই ব্যাপারগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বোঝার ক্ষমতা তৈরী হয় নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তরে।

(৪) নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (১১ থেকে ১৫ বছর) **The formal operational stage [11-15 years]** : এই স্তরটি হল বৌদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরটিতে পৌঁছানোর জন্য পূর্ববর্তী জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরগুলিতে দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য— নির্ধারিত হয় কিশোর/কিশোরীদের বিমূর্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, অনুমানের ভিত্তিতে হেতু/যুক্তি গঠনের ক্ষমতা, এবং কলিগত বিষয়/বস্তু বর্ণনা করার ক্ষমতা দ্বারা। এই সময়ে একজনের চিন্তনের প্রক্রিয়াটি হয় নিয়মতান্ত্রিক, যুক্তি নির্ভর, সুসংবদ্ধ ও প্রতীকমূলক প্রকৃতির। এইসময় একজন একটি ঘটনার বহুবিধ কারণ চিন্তা করতে পারে (মানে একটি ফলের জন্য বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। পিঁয়াজের মতে সকল কিশোর/কিশোরী একই সময়ে একই মাত্রায় এই স্তরে প্রবেশ করে না। কেউ কেউ এই স্তরে কখনোই প্রবেশ না করতে পারে এবং পূর্ববর্তী নিম্নস্তরে সারাজীবন থেকে যেতে পারে।

১.৪.৪ আবেগের বিকাশ (Emotional development)

আবেগ হল ব্যক্তির একটা জাগ্রত অবস্থা যাতে সচেতন আন্তরয়ন্ত্রীয় ও ব্যবহারিক পরিবর্তন হয়। এটি সাধারণ অনুভূতির চেয়ে অনেক তীব্র এবং ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণভাবে। (অনুভূতি হল সচেতন অভিজ্ঞতা যা জাগ্রত হয় বাইরের উদ্দীপক দ্বারা বা বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা দ্বারা, উদাহরণ (একটি ফুলের গন্ধ শোঁকার সুখকর অনুভূতি)।

আবেগজাত অবস্থা হল একটি জটিল প্রতিক্রিয়া যা উচ্চস্তরের সক্রিয়তা ও আন্তরয়ন্ত্রীয় পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং যা দৃঢ় অনুভূতি বা অনুভূতিপ্রবণ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। আবেগ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত যেটি হল অপেক্ষাকৃত স্বনির্ভর ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

সকলপ্রকার আবেগই শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেক শিশুই জন্মায় সুখকর/আনন্দদায়ক ও দুঃখদায়ক উভয়প্রকার আবেগের ক্ষমতা নিয়ে। এমনকি প্রথম শৈশবেও শিশুর আবেগ প্রবণভাবে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। সদ্যজাত শিশুর মধ্যে—আবেগপ্রবণ আচরণের প্রথম চিহ্ন হল তীব্র উদ্দীপনার দরুন তার “সার্বিক উত্তেজনা”। যদিও প্রথম শৈশবে পরবর্তী স্বল্প কয়েক মাসে শিশুর আবেগজাত অবস্থাটি খুব স্পষ্ট হয় না এবং খুব বেশি বিস্তৃত/ছড়ান মনে হয়। বয়সের সাথে সাথে আবেগজাত প্রতিক্রিয়াগুলি আস্তে আস্তে কম বিস্তৃত হতে থাকে এবং কম এলোমেলো হতে থাকে। উদাহরণ—প্রথমে শিশু অসন্তোষ প্রকাশ করত চোঁচিয়ে/ কেঁদে কিন্তু পরে তার প্রতিক্রিয়া হয় বাধা দেওয়া, জিনিস ফেলা, দেহ শক্ত করা ইত্যাদি। শিশু বড়ো হবার সাথে সাথে ভাষামূলক প্রতিক্রিয়া বাড়ে ও সঞ্চারনমূলক প্রতিক্রিয়া কমে বিশেষত ভয় ও রাগের ক্ষেত্রে।

আবেগের বিকাশে যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে –(Factors affecting the development of emotions)

(১) **পরিনমণ ও শিখন (Maturation and learning)** : পরিপক্ব/পূর্ণতা প্রাপ্ত আবেগজাত আচরণের জন্য মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশ (frontal lobe) দায়ী। এন্ডোক্রিন গ্রন্থির (Endocrine gland) বিকাশও অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় পরিপক্ব/পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানের আবেগজাত আচরণের জন্য। শিশু অনুকরণের দ্বারা আবেগের প্রকাশ করতে শেখে। কিছু আবেগজাত প্রতিক্রিয়া অর্জিত হয় শর্তনিরপেক্ষ (Unconditioned) ও শর্তাধীন (conditioned) উদ্দীপকের সঙ্গে জোড়ের মাধ্যমে (pairing)।

(২) **বুদ্ধি (Intelligence)** : বৌদ্ধিক বিকাশ শিশুকে উদ্দীপকটি প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে ও যথাযথ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু বিভিন্ন তীব্রতার উদ্দীপকের মধ্যে পৃথকীকরণ করতে ও সেইমত আবেগ প্রকাশ করতে শেখে।

(৩) **বয়স (Age)** : শিশু বড়ো হবার সাথে সাথে তার আবেগ ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে শেখে। কমবয়সে যখন শিশু রেগে যেত— যত তুচ্ছ কারণেই হোক না কেন সে শারীরিকভাবে আঘাত/আক্রমণ করতো কিন্তু বড়ো হবার সাথে সাথে সে রাগের কেবলমাত্র মৌখিক প্রকাশ করতে শেখে।

(৪) **লিঙ্গ (Sex)** : পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে কিছু আবেগ যেমন রাগ, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অনেক ঘন ঘন ও তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়।

(৫) **সংস্কৃতি (Culture)** : বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আবেগের প্রকাশের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।

শৈশবকালীন আবেগের বৈশিষ্ট্য— (Characteristics of Childhood emotions) :

ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকাটা হল স্বাভাবিক যার কারণ হল পরিণামের স্তরের এবং শেখার সুযোগের বিভিন্নতা। তবুও শৈশবকালীন আবেগের কিছু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে—

- (১) শিশুদের আবেগের ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী হয়।
- (২) অধিকাংশ আবেগই তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। শিশু স্বল্প আবেগপ্রবণ—পরিস্থিতিতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়।
- (৩) শিশুর—আবেগ হল স্বল্পস্থায়ী শিশু একধরনের আবেগ থেকে অন্য ধরনের আবেগে সহজেই চলে যেতে পারে, যেমন— হাসি থেকে রাগ।
- (৪) শিশুর আবেগের প্রকাশের প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ— একজন শিশু ভয় পেলে ঘরের বাইরে চলে যেতে পারে, অন্য একজন নিজেকে মায়ের পিছনে লুকিয়ে নিতে পারে, আবার অন্য কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে পারে।
- (৫) আচরণ থেকেই আবেগ বোঝা যায়। শিশু তার আবেগকে এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে সে রেগে আছে না ভয় পেয়েছে না আনন্দ পেয়েছে তা জানা খুব সহজ।

শৈশবকালীন সাধারণ আবেগের ধরুগুলি হল—

জন্ম	:	সুখানুভব, বিস্ময়, বিরাগ/বিরক্তি, দুর্দশা (সার্বিক উত্তেজনা)
৬-৮ সপ্তাহ	:	আনন্দ/উল্লাস
৩-৪ মাস	:	রাগ
৮-৯ মাস	:	দুঃখ, ভয়
১২-১৮ মাস	:	কোমল অনুভূতি, লজ্জা (১৮ মাসে শুরু হয়)
২৪ মাস	:	গর্ব
৩-৪ বছর	:	অপরাধবোধ, ঈর্ষা
৫-৬ বছর	:	নিরাপত্তাহীনতা, অবমানিত অবস্থা, বিশ্বাস

শৈশবকালীন আবেগের মধ্যে ভয় এবং রাগ হল সবচেয়ে প্রধান। আবেগের সমতা রক্ষার জন্য আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা প্রয়োজন।

১.৪.৫ সামাজিক বিকাশ (Social development) :

সামাজিক বিকাশ হল সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতার বিকাশ যা সামাজিক প্রত্যক্ষণ চিন্তন এবং অন্যান্য মানুষের ব্যাপারে।

নিজের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তিশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে। একে বলা হয় “সামাজিক জ্ঞান” কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির উপযুক্ত আচরণ, ভূমিকা ও মূল্যবোধ আহরণের প্রক্রিয়াকেই বলে সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ শিশুর জ্ঞানমূলক বিকাশ ও সামাজিক উদ্দীপনার উপর বিস্তরভাবে নির্ভরশীল।

প্রথমে শৈশবে শিশুর সামাজিক বিকাশ (Social development during infancy) : জন্মের ঠিক পরের সময়টাতে (০-২ বছর), একজন শিশু সামাজিক উদ্দীপকের প্রতি প্রায় অপ্রতিক্রিয়াশীল থাকে। প্রতিক্রিয়াগুলি হল প্রধানত প্রতিবর্তমূলক (Reflective) এবং উদ্দীপকের শারীরিক দিকের উপরই প্রতিফলিত হয়।

(উদাহরণ : আলো, শব্দ উপরের অনুভূতি/texture, স্বাদ অথবা গন্ধ) সামাজিক উদ্দীপক যেমন অন্যের হাসি, অঙ্গভঙ্গি, স্বর বা আগমনের কোনো মানে নেই। এইসকল আচরণগুলির মানে বোঝা সম্ভব হয় যন্ত্রণা pain ও আনন্দের (pleasure) সহিত দীর্ঘ সম্পর্ক গঠনের ফলে, মায়ের আসাটা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ সেটা শিশুর চাহিদাপূরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। তাই একটি ৩ মাসের বাচ্চাও মায়ের আসাতে আনন্দ প্রকাশ করে ও মায়ের অনুপস্থিতিতে কাঁদে। সে মায়ের গলার স্বর অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। ‘সামাজিক হাসি’ ২-৩ মাসে দেখা দেয় যখন শিশু মায়ের হাসির বা মায়ের গলার স্বরের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিজেও হাসে। মোটামুটি ৪ মাস বয়সে শিশু রোজকার জীবনে ও সিদ্ধান্ত গঠনে অনুমানমূলক বোঝাপড়া করতে পারে। শিশু বড়ো হবার সাথে সাথে তার পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্তভাবে আদান-প্রদান করার সামাজিক সক্ষমতা তৈরী করে। যে পরিবেশের মধ্যে বাড়ি, পরিবার, প্রতিবেশী, বিদ্যালয় ও সর্বোপরি সমাজ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। শিশু জন্ম থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেটাই তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মনোভাবকে প্রভাবিত করে যখন সে পরিণত হয়।

এরিক এরিকসন (Erik Erikson একজন সাইকো অ্যানালিস্ট (psychoanalyst) সামাজিক দিকের উপর জোর দিয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনচক্রকে অন্তর্ভুক্ত করে মানব বিকাশের একটি তত্ত্ব গঠন করেন।

জীবন চক্রের আটটি স্তর হল—

স্তর ১ : প্রাথমিক আস্থা বনাম অনাস্থা (জন্ম থেকে ১ বছর)

(Basic first versus mistrust)

স্তর ২ : স্বায়ত্ত শাসন বনাম লজ্জা ও দ্বিধা (১-৩ বছর)

(Autonomy versus shame and Doubt)

স্তর ৩ : প্রবর্তক বনাম অপরাধবোধ (৩-৫ বছর)

(Initiative versus guilt)

- স্তর ৪ : শ্রমশীলতা বনাম হীনমন্যতা (৬-১১)
(Industry versus Inferiority)
- স্তর ৫ : ব্যক্তিগত পরিচয় বনাম ভূমিকা বিভাজন (১১ কৈশোরের শেষ পর্যন্ত)
(Identity versus role Diffusion)
- স্তর ৬ : অন্তরঙ্গতা বনাম নিঃসঙ্গতা (২১-৪০ বছর)
(Intimacy versus Isolation)
- স্তর ৭ : উৎপাদনশীলতা বনাম স্থিরতা (৪০-৬০ বছর)
(Generativity versus stagnation)
- স্তর ৮ : সম্পূর্ণতা বনাম অসমতা (৬০ বছরের উর্ধ্ব)
(Integrity versus Dispair)

এই স্তরগুলি একক একাধিক অভ্যন্তরীণ ঘটতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যাদেরকে আবর্তনের সন্ধিক্ষণ (Turning Points) হিসাবে বর্ণনা করা হয়। যদি একটি ঘটতি সফলভাবে পূরণ করা যায়, ব্যক্তি তা হলে জোর পায়। যার দ্বারা সে পরবর্তী স্তরে যেতে পারে।

৬-৮ বছর বয়সে শিশুর সামাজিক পরিবেশ এলোমেলোভাবে বিস্তৃত থাকে। শিশুর জীবন বিদ্যালয়ের চারি ধারে ও সেখানকার কাজকর্মে কুক্ষিগত হয়। শিশু এই সময় মা-বাবা ছাড়াও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য/বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য পেয়ে থাকে যারা তাকে পরিচালনা করতে চায়। এই সময় সঙ্গীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দলের কাজকর্ম শিশুর আচরণ ও বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। পরিবারের প্রভাব কমে যায়। যেহেতু বাইরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। শিশু এই সময় তার বন্ধু ও সঙ্গীদের দ্বারা ঘিরে থাকে। তাই তার সেইসব সামাজিক ও যোগাযোগকারী দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যা তাকে সফল সম্পর্ক রক্ষা করতে সাহায্য করবে। অন্যদের সাথে সবসময় ভালো থাকতে শেখা প্রায়শই শক্ত হয়ে পড়ে এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার ঘটতি বা ভালো শেখার জন্য আদর্শ ব্যক্তির ঘটতি (মা, বাবা বা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি) প্রতিবন্ধকজনক হতে পারে।

৬ বছর বয়সে যখন শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সে অনেক বেশী স্বনির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও অনেক বেশী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৮ বছর বয়সে সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করে— সে হঠাৎ করে বুঝতে পারে যে বড়োরাও ভুল করতে পারে এবং তারা সবকিছু জানে না এবং তাদেরকেও সমালোচনা করা যায়। এই জ্ঞান হল স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল পদক্ষেপ। বৌদ্ধিক বিকাশের দরুন ৯-১২ বছরের শিশু অনেক স্পষ্টভাবে বড়োদের ভুল বুঝতে পারে। তারা বড়োদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে আপত্তি জানিয়ে থাকে যা তারা আদর্শ মেনে এসেছে। শীঘ্রই তারা বাবা-মা বা অন্যান্যদের নির্ধারিত মান/সীমাকে ত্যাগ করে বা প্রশ্ন করে। এই বৈশিষ্ট্যের মানে এই নয় যে শিশুরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের আচরণগত সমস্যা হচ্ছে। এর মানে এটা যে আগে তারা যেমন বিনা প্রশ্নে নির্ধারিত নিয়ম এবং মান বা সীমা মেনে নিত তা তারা এখন করতে রাজি নয়। এই সংঘর্ষ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হতে পারে।

১.৪.৬ ক্রীড়াশৈলীর বিকাশ (Play development) :

ক্রীড়া মানে যে কোন কাজ যা করাটা আনন্দদায়ক ফলাফলের কথা না ভেবেই। ক্রীড়া দু-প্রকারের হয়ে থাকে, স্বক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ক্রীড়া।

স্বক্রিয় ক্রীড়া (Active Play) : স্বক্রিয় ক্রিয়ায় ব্যক্তি যা করে তা থেকেই আনন্দ পায়, তা সেটা মজার জন্য দৌড় হতে পারে অথবা প্লাস্টিক বা মাটি থেকে কোনকিছু তৈরী করাও হতে পারে।

নিষ্ক্রিয় ক্রীড়া (Passive Play) : নিষ্ক্রিয় ক্রীড়ায় অন্যের কৃতকাজ থেকে আনন্দ পাওয়াকে বোঝায়। সাধারণ উদাহরণ হল ছবি দেখা, রেডিও বা গান শোনা, টিভি দেখা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি।

ক্রীড়ার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

- (১) ক্রীড়ার জন্য সহজাত প্রেষণা দেখা যায়। অর্থাৎ শিশু নিছক খেলার জন্যই খেলতে চায়।
- (২) ক্রীড়া হল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঐচ্ছিক যা বল প্রয়োগ করা নয়, নির্বাচন দ্বারা সম্পন্ন হয়।
- (৩) অধিকাংশ শিশুই যারা খেলায় অংশগ্রহণ করে তারা সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করে এবং অল্প সংখ্যক কিছু শিশুর নিষ্ক্রি অংশগ্রহণ করে থাকে।
- (৪) ক্রীড়া/খেলা আনন্দ দিয়ে থাকে।

জ্ঞানের ভাষার এবং সামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খেলার প্রকৃতি ও ধরণ পাল্টে যায়।

জিয়ান পিয়াজের খেলাকে তিনটি ভাগে করেছেন —

(ক) সেনসরি-মোটর (Sensory Motor) খেলা যাকে কোনো একটি পেশী-সঞ্চালন যেমন—চাপড়ানো বা কোনো জিনিস বারবার নাড়ালে বারবার হয়ে থাকে।

(খ) সিম্বলিক (symbolic) /সাংকেতিক খেলা দেখানো কোনো একটি অনুপস্থিত বস্তুকে মনে রেখে অথবা অন্তর্ভুক্ত করে খেলা হয়।

(গ) নিয়মের সহিত সহযোগিতামূলক খেলা, কিছু চরিত্রগত বিষয় যা খেলার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত তা হল—

- (১) অনুসন্ধানমূলক খেলা— কোনো খেলনা মুখে দেওয়া (চাটা এবং চেবানো), কোনো খেলনা নাড়ানো এবং তাতে আঘাত করা। কোনো খেলনাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করা, সেটাকে ফেলে দেওয়া, ছুঁড়ে দেওয়া এবং অনুভব করা, খেলাকে ঘষা।
- (২) সম্পর্কযুক্ত খেলা— এই স্তরে শিশু দুটি বা তার বেশি জিনিসের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন করে খেলতে পারে যেমন— একটি খেলনা জীপ গাড়ির উপর একটি পুতুল ও বল রাখা। এরই পরবর্তী পর্যায়ে শিশু বিভিন্ন জিনিসকে তাদের ব্যবহার অনুযায়ী দলভুক্ত করে খেলা করে, যেমন—চামচ, থালা ও গ্লাসকে একসাথে দলভুক্ত করে।
- (৩) পৃথকীকরণ খেলা— এটি হল খেলার বিকাশের স্তরের তৃতীয় ধাপ। এই স্তরটিকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়।

- (ক) দক্ষতামূলক খেলা, যেমন—নিখুঁত উপলম্বি/আঁকড়িয়ে ধরা, একটি খণ্ডকে তার খাঁজের মধ্যে রাখা
- (খ) ভান করার খেলা— চোখ বুজে ঘুমোতে যাবার ভান করা।
- (গ) খাঁধা খেলা যেমন— ছবির খাঁধা সমাধান করা অথবা জিনিসের আকার ও আকৃতি অনুযায়ী সাজান।

জীবনের প্রথম তিন বছরের খেলার বিকাশ নিম্নলিখিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়—

- (১) **পূর্বসাম্প্রতিক খেলা (Presymbolic play) :** প্রথম দুই মাসের ভিতর শিশু সেইসকল দর্শনজনিত উদ্দীপকদেরই বেশী গ্রহণ করে যারা খুব বেশী/উচ্চহারে পরিবর্তন দেখায়। ধীরে ধীরে, শিশু বস্তুদের রঙ, আকার ও আকৃতি অনুযায়ী আলাদা করে। সাত মাস বয়সে শিশু তার স্টিরিওটাইপ খেলা (বস্তুদের নিয়ে একইভাবে খেলা তাদের নানাভাবে কাজে লাগানোর কথা না ভেবে) করার প্রকৃতি পাণ্টায় ক্রিয়ামূলক খেলার মাধ্যমে। শিশুর আগ্রহ সেই সকল বস্তুদের উপর গিয়ে পড়ে যা নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগানো যায়। যেমন—আওয়াজ করে এমন বোতাম টেপা।

- (২) **সাংকেতিক খেলার আগমন (Emergence of a symbolic play) :** এই স্তরের খেলার মধ্যে শিশুর চিন্তাশক্তির স্বচ্ছতায় ক্রমাগত বিকাশ দেখা যায়। শিশু এই সময়কার খেলাতে সাংকেতিক প্রকাশ দেখিতে থাকে।

এই সাংকেতিক খেলাগুলি অথবা ছলনামূলক অঙ্গভঙ্গির আগমন হয় ১২ থেকে ১৮ মাসে। শিশু একের অধিক বস্তু নিয়ে খেলতে চায়।

- (৩) **সাংকেতিক খেলার সম্প্রসারণ (Elaboration of Symbolic Play) :** এই স্তরে সাংকেতিক বস্তুগুলির মাধ্যমে ছলনামূলক/ভানমূলক অঙ্গভঙ্গির স্থান পরিবর্তন হয়ে উচ্চস্তরে আগমন হয়। শিশু এই সময় কল্পনাপ্রসূত বস্তুগুলি অনুপস্থিত বস্তুগুলির সঙ্কেত (symbol) হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন— একটি পুতুলের অনুপস্থিতিতে শিশু মনে করতে পারে যে পুতুলটি তার শূন্য হাতে আছে এবং তাকে দোলা দেয় ও আন্দোলিত করে ঘুম পাড়ানোর জন্য।

এই সাংকেতিক খেলার সম্প্রসারণের ক্ষমতাটি হয় ১৮ থেকে ৪২ মাসে। একজন প্রতিবন্দী শিশুর মধ্যে এই সকল ক্ষমতার অনেক কিছুই অনুপস্থিত বা সীমিত/কম থাকে।

খেলায় প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে পিতামাতার জন্য নির্দেশনা (GUIDELINES FOR PARENTS TO ENCOURAGE PLAY) :

খেলা শুধুমাত্র স্বাভাবিক বাচ্চা নয়, কোনো অক্ষমতায়ুক্ত শিশুর জন্যও অতি প্রয়োজনীয়। এইসব শিশুর খেলার পরিধি সীমিত এবং তাই পিতামাতা ও পারিবারিক সদস্যদের দ্বারা খেলায় প্রেরণাদান করা ও উদ্যোগ নেওয়া বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে পিতামাতা ও পরিবারের জন্য নিম্নে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হল—

১. খেলার মাত্রা সঠিক হওয়া উচিত। শিশুর বয়স উপযোগী খেলা বা খেলনা নির্বাচন করা দরকার।
২. ক্ষুদ্র ধাপ— খেলা ছোটো ছোটো ধাপে ভাগ করে নেওয়া উচিত এবং শিশু নিজের ধাপগুলি সঠিকভাবে খেলতে পারলে তবেই কাঠিন্যের মাত্রা (difficulty level) বাড়ানো উচিত। পরবর্তী মাত্রায় যাবার আগে শিশুকে যথাযথ সুযোগ দিতে হবে যাতে সে প্রতিটি খেলা বার বার খেলতে পারে। শিশু খেলা করে আনন্দ পাচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. শিশুর খেলায় মডেল (আদর্শ) হতে হবে—বাবা মাকে খেলার উদ্যোগ নিতে হবে এবং শিশু সেই খেলায় অংশগ্রহণ করবে।
৪. খেলাটি নষ্ট করা যাবে না—শিশুকে খেলতে জোর করা উচিত নয়। সে ইচ্ছাকৃত খেলা করলে তবেই খেলে আনন্দ পাবে।
৫. মঞ্চ তৈরী করা— একটা বাচ্চা একই খেলা নিয়ে খেলে খেলে খেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই তাকে অন্যান্য খেলনা ও বস্তুও দেখানো উচিত। তাকে তার আগ্রহ অনুযায়ী খেলনা নির্বাচন করতে দেওয়া উচিত।
৬. একা খেলা— সব সময় বাবা মায়ের বাচ্চার সাথে খেলার প্রয়োজন নেই— বাচ্চা বড়ো হবার সাথে সাথে নিজে নিজেই— ব্যস্ত থাকতে শেখে। তাকে তাই একা খেলার সুযোগ দিতে হবে।
৭. বিশেষ খেলনা— বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কিছু খেলনা রেখে দিতে হবে। যদি বাচ্চা সেই বিশেষ খেলনাগুলিকে ভাঙতে বা ছুঁড়ে ফেলতে চায়, তাহলে সেগুলিকে অন্যত্র রেখে দিতে হবে। একবার বাচ্চা সেই খেলনাগুলিকে নিয়ে ঠিকভাবে খেলতে শিখে গেলে অল্প করে করে সেগুলিকে তাদের রোজকার খেলায় দেওয়া যেতে পারে। বাচ্চার পক্ষে একটা জিনিস বা খেলায় বেশীক্ষণ মনোনিবেশ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অল্প সময়ের জন্য হলেও নতুন খেলা তাদেরকে দিতে হবে।
এইভাবে বাচ্চা পরবর্তী শিখনের জন্য তৈরী থাকে।

১.৫ মানসিক প্রতিবন্ধকতায় বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ (Application of Developmental Perspectives to Mental Retardation)

বিকাশের প্রকৃতি (Nature) ও প্রতিপালন (Nurture) — প্রকৃতি বলতে আভ্যন্তরীণ বা জন্মগত প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝায় যা আচরণকে প্রভাবিত করে। যেখানে প্রতিপালন বলতে শিখন বা সাধারণভাবে আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাবকে বলে। এই প্রকৃতি-প্রতিপালন—ধারণাটি বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের উপর নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি ও তার আচরণের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও প্রতিপালনের ভূমিকা বিষয়টি হল একটি তর্কের বিষয়। “ব্যক্তির বুদ্ধির কতখানি নির্ধারিত হয় ব্যক্তির জিনগত সংগঠন দ্বারা?” এটিও শিক্ষা ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি প্রাচীনতম তর্কের বিষয়, বিশেষজ্ঞরা এখন এটা মনে করেন যে প্রশ্নটা যে-কোন “একটি অথবা আরেকটি” হতে পারে না। মনোবিদরা এখন নিশ্চিত যে বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর নির্ভরশীল। বংশগতি সীমা নির্ধারিত করে— যে পর্যন্ত একজন তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা দিয়ে পৌঁছতে পারে কিন্তু পরিবেশ নির্ধারণ করে দেয় কতখানি একজন তার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারবে। মানুষের ব্যাপারে পড়াশোনা করা ও তার বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। অনেক কেস্ রিপোর্ট (case report) মানব বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। উদ্দীপক বঞ্চিত প্রথম শৈশবের শিশুদের উপর পরিবেশজাত উদ্দীপনার ফলাফল খুব আশাবাদী। আচরণবাদী বিজ্ঞানীগণ যেমন জে. বি. ওয়াটসন, মেরী কভার জোনস্ ও জোসেফ ওলপে মানুষের আচরণের উপর পরিবেশগত সুপরিচালনার ফল আবিষ্কার করেছেন।

বিহেবিয়ার মডিফিকেশান (আচরণের পরিবর্তন)-এর পদ্ধতিগুলি দক্ষতার অভাব ও অকাম্য আচরণের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় যা প্রতিপালন তথ্যের (Nurture Theory) অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নতুন অবদান হল আরলি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম (Early intervention Programme) যার দ্বারা গভীর/তীব্র উদ্দীপনা দেওয়া হয়ে থাকে সদ্যজাত শিশুকে এবং যা ৫-৬ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে পারে।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিকাশমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ (Nature and nurture in development) — বিকাশের প্রক্রিয়ার জ্ঞান গবেষকদের ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করেছেন— বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকে। এটা তাদেরকে শিশুর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের/কাজের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এই বাস্তবিক প্রয়োগ হল দুই প্রকারের—

(১) আরলি আইডেন্টিফিকেশান (Early Identification) — পর্যবেক্ষণমূলক পড়াশোনা এবং সাইকোমেট্রিক মূল্যায়ন (মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা), — যা বিকাশের সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তা পেশাদারী ব্যক্তিদের বিপুলভাবে সাহায্য কোন নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা নির্ধারণ করতে।

(২) ইন্টারভেনশন (Intervention) — বিকাশ প্রক্রিয়ার জ্ঞান প্রতিবন্ধীদের জন্য সুসংবন্ধ ও বয়স উপযোগী প্রোগ্রাম পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে থাকে। মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) প্রোগ্রামের দিক ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে। শিশুকে দক্ষতা অর্জনের জন্য তৈরী করা ট্রেনিং প্রোগ্রামটির ব্যবহার খুবই সীমিত হবে যদি শিশুটির শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করার মতো উপযোগী না হয়।

১.৬ নীতিগত বিবেচনা (Ethical Consideration)

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান আচরণকে সুসংবন্ধ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বকম কার্যকলাপ যেমন—চিন্তন, অনুভূতি, পরিকল্পনা, বিচার ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। এই বিশাল জ্ঞান যা গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া গেছে, খুব সহজেই একজন ছাত্রের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অপব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এটা কাম্য যে, মানুষের আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান যা মনোবিজ্ঞানের দ্বারা অর্জিত হয় তা তাদের সার্বিক উন্নতির জন্যই ব্যবহৃত হবে। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা, ভুল ব্যাখ্যা এবং অত্যধিক আস্থা এটি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে পারে। বহুক্ষেত্রে শিক্ষককে অন্যদের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করতে হয় এই পারস্পরিক আদানপ্রদান/আলোচনা অবশ্যই পেশাদারীর সীমার মধ্যে থেকে হতে হবে। সহমর্মিতা হল অন্যতম গুণ যা অন্যদের বুঝতে গেলে দরকার। কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক তৈরী করার জন্য যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়ে থাকে তা কখনোই আবেগের স্তরে পৌঁছাতে দেওয়া কাম্য নয়। অন্যব্যক্তি যে সকল তথ্য দিয়েছেন যেমন— মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু ও তার মা-বাবা, সেই সকল তথ্যের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করা প্রয়োজন। সেই ব্যক্তির বা তার অভিভাবকের মত ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে কোনো তথ্য দেওয়া যায় না।

আচরণের সংশোধন (Behaviour Modification), বিশেষত শাস্তিদানের পদ্ধতিগুলি যা সমস্যামূলক আচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, একটি শিশু যে স্বল্পবৈধিক ক্ষমতাসম্পন্ন তার পক্ষে সেগুলি অমানবিক বা নিষ্ঠুর পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্যামূলক আচরণের শুরু থেকে প্রতি স্তরে যে নির্দেশ দেওয়া

আছে তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও ব্যবহার করে থাকেন তার প্রতিটির ব্যাখ্যা দেবার জন্য তাকে তৈরী থাকতে হবে। কিরূপ বিষয় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার জন্য দায়িত্বপূর্ণ ও পেশাদারী বিবেচনা প্রয়োজন। শিক্ষককে এই ব্যাপারে যথেষ্ট হতে হবে যে অভীষ্ট (Target) আচরণটির প্রকৃতই পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কিরূপ বিষয় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলিই হল তার রাস্তা American Psychological Association's Ethical Principles in the conduct of Research with Human Participants (1973) (আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনস এথিকাল প্রিন্সিপালস ইন দা কনডাক্ট অফ রিসার্চ উইথ হিউম্যান পার্টিসিপেন্টস) যে সকল নির্দেশনার সূচী নির্ধারণ করেছে তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে থাকে শারীরিক বা মানসিক কষ্টদায়ক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে : এই নীতিগত (Ethical) অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি, ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষা করে। যদি এই ধরনের ফলাফলের ঝুঁকি থেকে যায় তাহলে অনুসন্ধানকারীকে সেই তথ্যটি ব্যক্তির কাছে উপস্থাপন করতে হয়, এগনোর আগে সেই ব্যক্তির মত নিতে হয় এবং কষ্ট কমানোর জন্য সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায় প্রয়োগ করতে হয়। গবেষণার পদ্ধতি/কিরূপ পদ্ধতি ব্যবহারে যদি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

১.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- বিকাশ : জীবের আচরণের দীর্ঘ সময়কালীন উন্নয়নমূলক, ক্রমমূলক এবং সুসঙ্গত পরিবর্তন।
- বৃদ্ধি : নির্দিষ্টভাবে শারীরবৃত্তিয় এবং পরিমাণগত পরিবর্তন, যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঘটে।
- জন্মের পূর্বের (prenatal) বিকাশ : ভ্রূণ সঞ্চার থেকে জন্ম পর্যন্ত বিকাশ।
- বিকাশের প্রয়োজনীয় বিষয় :
 - (ক) বিকাশের ফলে পরিবর্তন হয়ে থাকে।
 - (খ) প্রারম্ভিক বিকাশ হল পরবর্তী বিকাশ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
 - (গ) বিকাশ হল পরিনমন ও শিখনের পরিণতি।
 - (ঘ) বিকাশের ধারাকে অনুধাবন করা যায়।
 - (ঙ) বিকাশের ধারার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাদি আছে।
 - (চ) বিকাশের ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে।
 - (ছ) বিকাশের ধারার বিভিন্ন পর্যায় আছে।
 - (জ) বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মতো বিকাশমূলক কাজ আছে।
 - (ঝ) বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে।
- বিকাশের সূত্র হল গতিপথ সংক্রান্ত সূত্র (Laws of Directedness) আচরণগত মডেল (Behavioural Model), সংক্রমনগত মডেল (Transitional Model), বিকাশের ধারা এবং জটিল পর্যায়।

- বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হল শক্তিকেত্রের বিকাশ, ভাষার বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ, আবেগের বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং ক্রীড়া শৈলীর বিকাশ।
- মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিকাশের জ্ঞানের প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে আইডেন্টিফিকেশান (Identification)/চিহ্নিতকরণ এবং ইন্টারভেনশান (Intervention)/হস্তক্ষেপ করা।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your progress)

- (ক) বিকাশের নীতিগুলি লিপিবদ্ধ করুন।
- (খ) বিকাশের যে-কোন ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্রম (Milestones) লিপিবদ্ধ করুন।
- (গ) পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরগুলি আলোচনা করুন।
- (ঘ) আবেগের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করুন।
- (ঙ) কিভাবে সামাজিক বিকাশ স্বনির্ভর কাজকর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

একটি ৪ বছরের মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু ও একটি ৪ বছরের স্বাভাবিক শিশুকে লক্ষ্য করুন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুটি শিশুর তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion/clarefication)

এই এককটি পাঠের পর আপনি ইচ্ছা করলে আরও কিছু আলোচনা করতে পারেন ও প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারেন। নিচে তা লিপিবদ্ধ করুন।

১.১০.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

১.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

১.১১ উৎস (References)

- ‘১’ Flavell, J.H (1970), the development Psychology of Jean Piaget. New Yark: Van Nos Reinhold Co.
- ‘২’ Kalugar, G, and Kaluger, M (1974). Human development. St Lowis. The C.V.M company.
- ‘৩’ MIMH (1997). Readings in Psychology Paper III of DSE (MR) notes. Secunderabad.
- ‘৪’ Henlock, E, B (1978). Developmental Psychology New Delhi : Tata Mcgraw Hill pub. Co. Ltd. Brunen, J.S. Jolly. H and sylvia, K, (1976). Play New York: penguin.
- ‘৫’ Gelfand D.M. Hartmann, D.P (1975) Child Behaviour Analysis and Therapy. New; Pergamon Press Inc.
- ‘৬’ Peshawacia, R. Menon D.K. Reddy, S. (1991) play activities for young children with sp needs. Secunderabad. NIMH.

একক-২ □ মানিয়ে চলার আচরণের ঘাটতি এবং সমস্যাজনক/মূলক আচরণ
(Adaptive Deficits and Maladaptive Behaviour)

গঠন

- ২.১ ভূমিকা
- ২.২ উদ্দেশ্য
- ২.৩ মানিয়ে নেওয়ার / চলার আচরণ বা সমন্বয়পূর্ণ আচরণ
 - ২.৩.১ মানিয়ে চলার বা সমন্বয়পূর্ণ আচরণ এবং বৃদ্ধি
 - ২.৩.২ মানিয়ে চলার বা সমন্বয়পূর্ণ আচরণের ঘাটতি
 - ২.৩.৩ মূল্যায়ন
- ২.৪ সমস্যা মূলক সমন্বয়হীন আচরণের নিয়ন্ত্রণ
 - ২.৪.১ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং (শ্রেণীবিভাজিত শর্তাধীনতা)
 - ২.৪.২ অপারেণ্ট কন্ডিশনিং
 - ২.৪.৩ রিওয়ার্ড এন্ড পানিসমেন্ট (পুরস্কার এবং শাস্তি)
- ২.৫ সমস্যামূলক আচরণ
 - ২.৫.১ সমস্যামূলক আচরণ চিহ্নিত করার পদক্ষেপসমূহ
 - ২.৫.২ কার্যকরী বিশ্লেষণ
 - ২.৫.৩ নিয়ন্ত্রণ
- ২.৬ পার্থক্যমূলক উৎসাহ সৃষ্টিকরণ
- ২.৭ এককের সারাংশ
- ২.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন
- ২.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন
 - ২.৯.১ আলোচনার সূত্র
 - ২.৯.২ বিশ্লেষণের সূত্র
- ২.১০ বাড়ীর কাজ
- ২.১১ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

আচরণ বিদের কাছে জীবিত প্রাণীকুলের আচরণসমূহ সর্বদাই কৌতূহল এবং পছন্দের বিষয়। একটি প্রাণীর আচরণ থেকে তার কাজের ধারা বোঝা যায়। এর মধ্যে তার কাজের বাহ্যিক প্রকাশ, চিন্তাধারা, আবেগের প্রকাশ এবং শারীরিক কার্যকলাপও থাকতে পারে। এগুলি অন্যের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষও হতে পারে। কখনও এটি প্রাণীর অন্তর্নিহিত কার্যকারণের ফল হতে পারে আবার কখনও বা বাহ্যিক কার্যকারণের ফলও হতে পারে। যে কোন আচরণের মূলে থাকে সেই প্রাণীর জিনগত, স্নায়ুগত, ব্যক্তিত্বগত এবং সামাজিক প্রভাব সমূহ। প্রাণী তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যে সকল ব্যবহার করে অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সময়ের ভেদে অন্তত একটি বিষয়েরও পরিমাপ করা যায় তাকেই আচরণ বলা হয়। এর সাহায্যে বোঝা যায় যে আচরণ হলো ব্যক্তি ও তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। আচরণ বোঝার সবচেয়ে সহজ রূপ/ধরণ হলো একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা। (উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া) কোন ব্যক্তির আচরণের প্রকাশ প্রভাবিত হয় তার বুদ্ধির দ্বারা।

যদিও আচরণ কার্যটি বেশ জটিল তবু প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আশা করা হয় যে তার আচরণ তার সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি বিস্তৃত হয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আচরণের মাধ্যমে। এর সাহায্যে সেই ব্যক্তি বর্তমানের প্রয়োজনীয় নিজেই মানিয়ে চলতে শেখে, একেই বলা হয় সমন্বয় পূর্ণ ব্যবহার। আচরণ পরিবেশের চাহিদানুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের সমন্বয়পূর্ণ আচরণের গুণগত মানের উন্নতি হয়। আচরণ বিজ্ঞানের ছাত্রদের সমন্বয়পূর্ণ আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা প্রয়োজন, বিশেষত যাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। ‘সমন্বয়ের অভাব’ বিষয়টির উদ্দেশ্য হলো সমন্বয়পূর্ণ আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত করানো।

২.২ উদ্দেশ্য-সমূহ (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পারদর্শী হবে—

- সমন্বয়পূর্ণ আচরণ এবং সমন্বয়হীন আচরণের সংজ্ঞা দেওয়া।
- সমন্বয়হীন আচরণ প্রদর্শন করে বোঝান।
- অসামঞ্জস্য আচরণের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বর্ণনা করা।

২.৩ সমন্বয়পূর্ণ আচরণ (Adaptive Behaviour)

সংজ্ঞা : সমন্বয়পূর্ণ আচরণ বলতে বোঝায় যার সাহায্যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া আরো ভালোভাবে করতে পারে। একজন ব্যক্তির পরিবেশ বলতে বোঝায় তার তীব্রতা, বিভিন্নতা এবং গঠন যা বিন্যস্ত হতে পারে অথবা কম বিন্যস্ত কিংবা অধিকতর বিন্যস্ত হতে পারে। সমন্বয়পূর্ণ আচরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে পরিবেশোপযোগী ইতিবাচক আচরণ করতে সাহায্য করে।

সাধারণত সমন্বয়পূর্ণ আচরণ বলতে বোঝায় যে ভাবে ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলে। দি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল রিটারডেশন (১৯৭৭) সংজ্ঞানুযায়ী সমন্বয়পূর্ণ আচরণ হল—যার সাহায্যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখতে এবং তার—বয়সোপযোগী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দায়িত্ব যথোপযুক্তভাবে পালন করতে পারে। এই সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে—কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাধীন প্রয়োজনানুযায়ী যেমন কাজ করবে তেমন তার বয়স ও সমাজ অনুযায়ী সামাজিক হয়ে উঠবে।

সমন্বয় পটুতা/দক্ষতা : সমন্বয় পটুতা/দক্ষতা বলতে বোঝায় এক ব্যক্তির তার গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাধীনভাবে সামাজিক নিয়মানুযায়ী নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে চলার ক্ষমতাকে। এর মধ্যে সমস্ত দক্ষতা বা ক্ষমতা যেমন দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা, প্রস্রাব/পায়খানার অভ্যাস থেকে শুরু করে উন্নততর ক্ষমতা যেমন টাকা পয়সার লেনদেন ইত্যাদি ক্ষমতার দক্ষতা বোঝায়। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত সমন্বয় আচরণের ঘাটতি দেখা যায়। অন্যদের তুলনায় এটি একটি এমন প্রণালী/পদ্ধতি যার সাহায্যে ব্যক্তি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক, মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক চাহিদানুযায়ী আচরণ করে যার থেকে তার সমন্বয় করার ক্ষমতা তৈরি হয়। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের এমন কিছু অভ্যাস হল দাঁত মাজা, স্নান করা, পোষাক পরা, প্রসাধন করা, খাওয়া, ব্যক্তিগত সংযোগ রক্ষা করা, গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করা, টাকাপয়সার লেনদেন, সংসার পরিচালনা করা, স্বাস্থ্যের যত্ন দেওয়া এবং গোষ্ঠী সচেতনতা গড়ে তোলা।

বৃদ্ধি/বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণত শিশু দৈনন্দিন জীবনের কিছু অভ্যাস যেমন দাঁতমাজা, স্নান করা, প্রসাধন করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হতে শেখে। এই অভ্যাসগুলি শেখানো হয় ব্যক্তিগত সাহায্য অথবা অন্যকে দেখার মাধ্যমে। যাইহোক কিছুদিন পরে আশা করা হয় যে শিশু নিজেই এইগুলি করতে পারবে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির ধারানুসারে পরিস্থিতির চাহিদানুযায়ী ব্যক্তি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে নিতে পারে/ শেখে। আচরণের মধ্যে এই ধরনের সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায় যখন মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে সীমাবদ্ধতা থাকলে কিংবা কোন পরিব্যাপক/স্থায়ী বৃদ্ধির ত্রুটি থাকলে।

২.৩.১ সমন্বিত আচরণ ও বুদ্ধি (Adaptive behaviour and interlligence)

পরিবেশের চাহিদানুযায়ী দৈনন্দিন কার্য-সম্পাদনের গুণগত মানই নির্দেশ করে ব্যক্তির সমন্বিত আচরণ। বুদ্ধি হল পুঙ্ক্তিকৃত/সামাজিক ক্ষমতা যার দ্বারা ব্যক্তি বাস্তববোচিত চিন্তা করতে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাজ করতে এবং পরিবেশ উপযোগী আচরণ করতে পারে। Intelligence is considered as the aggregate or global capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal with the environment effectively (Wechsler. 1975). সমন্বিত আচরণের মাধ্যমে কাজের যে গুণগত মান আশা করা হয় তার মধ্যে বাস্তবচিন্তার বিষয়ে, উদ্দেশ্যমূলক কাজের বিষয়ে এবং পরিবেশ অনুযায়ী চলার বিষয়ে যা বুদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে আগু-পিছু/চাপান উত্তোর থাকতে পারে যাইহোক, সমন্বিত আচরণের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে বুদ্ধির লিখিত সংজ্ঞার প্রস্তাবনার থেকে দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ চাপের মোকাবিলা করার জন্য সমন্বিত আচরণের উপযোগী দক্ষতার গুরুত্ব বেশী।

২.৩.২ সমন্বিত কাজের ঘাটতি এবং অসমন্বিত আচরণ (Dificits in adaptive functions and maladaptive behaviour)

সমন্বিত আচরণের বিষয়গুলি বিবিধ দৈনন্দিন কাজের মধ্যে প্রকাশিত হয়, যেমন নিজে বাথরুম ব্যবহার করা, নিজে গ্লাস/কাপ ধরে জল খাওয়া, খেলার সময় নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি। এই সব আচরণগুলি ব্যক্তির শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্ণতা পায়। যে সকল ব্যক্তির বৃদ্ধি/বিকাশের দেরী হয় অথবা শারীরিক ত্রুটি থাকে তাদের সমন্বিত আচরণের বিবিধ ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। সমন্বিত আচরণের ঘাটতি ছাড়াও শিশুদের মধ্যে বিবিধ কারণে অসমন্বিত আচরণ অথবা অসঙ্গত আচরণও দেখা যায়। যাইহোক, শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঙ্গত আচরণ করতে শেখে। সমস্যামূলক আচরণ অথবা অসঙ্গত আচরণ এবং উপযুক্ত দক্ষতার অভাবের কারণেও অসমন্বিত আচরণ প্রকাশ পায়। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা যেসব অসমন্বিত আচরণ করে সেগুলি তাদের নানাব্যুপ সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়মানুযায়ী কাজ করার দক্ষতার অভাবের ফলস্বরূপ। সমস্যামূলক আচরণ অসঙ্গত আচরণ অন্যের অথবা নিজের ক্ষতি কিংবা অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। শিশুদের অসমন্বিত আচরণ থাকলে তা তাদের পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

যেহেতু সমন্বিত আচরণ বয়সানুযায়ী তৈরি হয় তাই এর ঘাটতি সহজেই বৃদ্ধির বয়সের সঙ্গে তুলনা করে নির্ণয় করা যায়।

শিশুকালে এবং বাল্যকালে বৃদ্ধির সময় বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে যেমন সংবেদনগত অঙ্গ সঞ্জালন ক্ষমতা, যোগাযোগ করার ক্ষমতা, নিজের কাজ নিজে করার দক্ষতা এবং সামাজিকতা (পারস্পরিক সংযোগের বিকাশ)।

বাল্যকালে ও বাককৈশোরে উপরোক্ত বিষয়ে ঘাটতি দেখা যেতে পারে এবং/অথবা দৈনন্দিন জীবনের কাজে প্রাথমিক শিক্ষামূলক দক্ষতার ব্যবহারে, পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনীয় বিচার বিবেচনা প্রয়োজন এবং সামাজিকতার পটুতায় (যেমন দলীয় অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন) ইত্যাদিতে ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

কৈশোরের শেষ দিকে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের সময় উপরোক্ত সকল বিষয়ে ঘাটতি দেখা যেতে পারে এবং/অথবা বৃত্তিমূলক বিষয়ে, সামাজিক দায়দায়িত্ব এবং কাজকর্মে ইত্যাদিতে ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

নিম্নলিখিত যন্ত্রাদির সাহায্যে শিশুদের বিভিন্ন ঘাটতিমূলক আচরণ এবং সমস্যামূলক আচরণের বিস্তৃত ও সঠিক পরীক্ষা করা যাবে।

২.৩.৩ পরীক্ষা (Assessment)

একজন ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন নির্ভর করে তার পরিস্থিতি—উদ্দীপক যাতে তাকে কাজ করতে হবে, তার ওপর প্রায়ই একটা পরিস্থিতিতে যে আচরণ উপযুক্ত তাই অন্য পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অনপযুক্ত হতে পারে, যেমন প্রস্রাব করা একটি প্রয়োজনীয় জৈবিক চাহিদা। একটি শিশু যার প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ হয়েছে যদি সে শ্রেণীকক্ষে প্রস্রাব করে তবে তা অনুপযুক্ত আচরণ হয় আবার যদি সে বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে তবে তা যথোপযুক্ত ব্যবহার হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দক্ষতার প্রভাবে অনুপযুক্ত আচরণ করে থাকে অথবা

অসঙ্গতিমূলক আচরণ অথবা সমস্যামূলক আচরণেও এর কারণ হয়। যথার্থ পরীক্ষা দ্বারা সমন্বিত আচরণ মূল্যায়ন করে ব্যক্তির বর্তমান কার্যাবস্থা নির্ণয় করা যায়। এর সাহায্যে তার অক্ষমতা ও ঘাটতিও নির্ণয় করা যায়। সমন্বিত আচরণের অভাবের কারণ হতে পারে—

- (১) অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে অথবা ঐসব কাজ করার সুযোগের অভাবে কিংবা ব্যবহারের কারণে।
- (২) কোন শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে যা তাকে সঠিক আচরণ থেকে বিরত করছে।
- (৩) প্রেষণার অভাবের কারণে।
- (৪) বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক ধারানুসারে অথবা অভিজ্ঞতার কারণে। অসঙ্গত অথবা সমস্যাজনিত আচরণ বহু কারণে হতে পারে, যার মধ্যে সমন্বতির অভাবও আছে।

সমন্বয় মূলক আচরণ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল টুল গুলি (tools) /পরীক্ষাগুলি জনপ্রিয় সেগুলি হল—

(১) The Adaptive Behaviour Scale (ABS) (দি এডাপ্টিভ বিহেভিয়ার স্কেল—এ.বি.এস) : সমন্বিত আচরণের এই মাপকাঠি ১৯৬৯ সালে নিহিরা এবং অন্যান্যগণ (Nihira et.al) তৈরি করেন। যা পরে বহুবার সংশোধিত হয়েছে। (ABS) মাপকাঠি ব্যক্তিকেন্দ্রীক কার্যপরিচালনা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোন গোষ্ঠী কার্যক্রমের চাহিদা পরীক্ষার কাগজে ব্যবহৃত হয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের পরীক্ষা এবং আচরণের অপসঙ্গতির পরীক্ষার জন্য এটি শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক সকলের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। ABS -এর দুটিবিভাগ আছে। বিভাগ-১ (Part-I)—এতে ১০টি বিষয়ে মোট ৬৬টি দফায় সমন্বিত আচরণের বর্ণনা করা আছে। বিষয়গুলি হলো— স্বাধীনভাবে কাজ করা, শারীরিক বৃদ্ধি, সংখ্যা এবং সময়, গৃহস্থালির কাজ, বৃত্তিমূলক কাজ, নিজস্ব নির্দেশ, দায়িত্বশীলতা এবং সামাজিকতা।

বিভাগ—২ (Part-II)—এই বিভাগটি ১৪টি ভাগে বিভক্ত হয়ে অসমন্বিত আচরণের মূল্যায়ন করে। এতে আছে হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক আচরণ, অবিশ্বাসযোগ্য আচরণ, অপসারণ, একঘেঁয়ে আচরণ, অনুপযোগী পারস্পরিক ব্যবহার, অ-গ্রহণযোগ্য মৌখিক অভ্যাস, অগ্রহণীয় অভ্যাস, আত্মপীড়ন, প্রচণ্ড অস্থিরতা, অনৈতিক যৌন আচরণ, মানসিক অস্থিরতা এবং ঔষধের ব্যবহার। ABS-ব্যবহারকারীকে পরীক্ষার্থীর সম্পর্কে জানতে হবে। মূল্যনির্ণায়ককে পরীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতে হবে প্রত্যেকটি দফার জন্য এবং এজন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।

(২) Vineland Social Maturity Scale (VSMS) (ভিনল্যান্ড সোসাল ম্যাচুরিটি স্কেল) : এটি তৈরি করেছিলেন Edgar A. Doll তৎসহ অন্যান্যরা ১৯৩৫ সালে এবং এটি অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি তৈরি হয়েছিল প্রোগ্রাম মূল্যায়নের জন্য এবং জন্ম থেকে শুরু করে ২৫-বছর বয়স পর্যন্ত ও তার বেশী বয়স্ক ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতা নির্ণয় করে গবেষণা করার জন্য। Fr. A. J. Malin এটি ভারতীয়দের জন্য সংশোধন করেন এবং জন্ম থেকে ১৫ বছর বয়স্কদের মূল্যায়নের জন্য তা ব্যবহার করা যাবে। এই মাপকাঠিতে ৮টি বিভাগের মধ্যে ৮৯ টি দফা আছে। এই দফাগুলি বয়সানুযায়ী সাজানো আছে। ৮-টি বিভাগ হলো—Self-help general, Self-help eating, self-help dressing, self direction, occupation, Communication, Locomotion and Socialization. প্রথম প্রাপ্ত নম্বরকে সামাজিক বয়সানুযায়ী পরিবর্তিত নম্বরে আনা হয় তার সাহায্যে Social Quotient হিসেব করা হয়। এই মাপকাঠি কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরীক্ষক ব্যবহার করতে পারেন যিনি এটির বিষয়ে ভালোভাবে জানেন।

সমন্বিত আচরণে পরীক্ষার জন্য অন্যান্য মাপকগুলি হলো Madras Development Programming System (MDPS), Functional Assessment Checklist for Programming (NIMH-FACP) এবং BASIC-MR. বিস্তৃত জানার জন্য SESM-01, Block-2, Unit-3 দেখতে হবে।

২.৪ অসঙ্গত আচরণের নিয়ন্ত্রণ (Management of Maladaptive Behaviour)

বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার অভাবের কারণে সমন্বিত/সঙ্গত আচরণের অভাব দেখা যায়। আবার অপসঙ্গত অথবা সমস্যামূলক আচরণ বলতে অসঙ্গত আচরণও বোঝায়। সমস্যামূলক আচরণ এবং অপসঙ্গত আচরণ উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী মনোবিদ্যার শিক্ষানীতির মতবাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যাকে বলা হয় আচরণের সংশোধন (Behaviour Modification) আচরণের পরিবর্তন পদ্ধতির দ্বারা মানুষের আচরণের পরিবর্তন করা হয়। শর্তাধীন শিক্ষানীতি অথবা অন্যান্য শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এই অনুমান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সকল আচরণই পরিবেশের প্রভাবে শিখনের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। আমেরিকান মনোবিদ ওয়াটসন (১৮৭৮—১৯৫৮) প্রথম আচরণবাদ কথাটি প্রকাশ করেন। আচরণের পরিবর্তন হচ্ছে একটি পদ্ধতি যা লিখন তত্ত্বের বিভিন্ন নীতির সু-সম্বোধন প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা যায় তার সাহায্যে তাদের কেন্দ্র করে এই মতবাদটি গঠিত। আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতির দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট আচরণের প্রকাশকে পরিবর্তন করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন আচরণের মৌখিক প্রকাশ/শারীরিক ক্রিয়া কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি। সঙ্গত ক্রিয়া অথবা প্রেষণা ইত্যাদি বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয় না। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের সীমাবদ্ধতার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয় কোন সঙ্গত আচরণ তৈরির জন্য, প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়ানোর কাজে এবং কোন অসঙ্গত আচরণ কমানোর জন্য প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ শাস্তির পদ্ধতির প্রয়োজনে। নীচের ফ্লো-চার্টে (Flow Chart) আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতিটি বলা আছে।

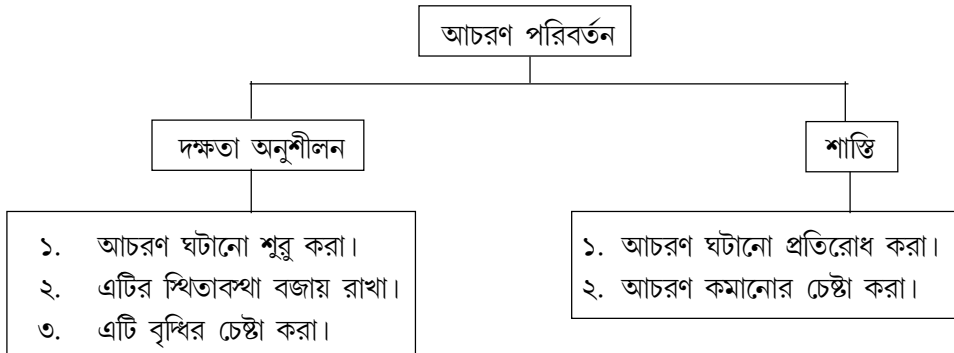


Fig : আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতি

আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতিটির সাহায্যে নতুন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা শুরু করা যায় অর্থাৎ একটি নতুন আচরণ শুরু করা যায় অর্থাৎ একটি নতুন আচরণ শুরু হতে পারে অথবা পূর্ববর্তী আচরণের দ্বারা বজায় থাকতে পারে বা বেশী হতে পারে। এটি ব্যবহার করা হয় যখন কোন ব্যক্তির দক্ষতার অভাব থাকে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে দক্ষ করার প্রয়োজন হয়। আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতি আরো নানাভাবে ব্যবহার করা

হয় যেমন কোন আচরণকে নিরস্ত্র করতে /কমাতে বিশেষত কোন সঞ্জাত, অসঞ্জাত, অপসঞ্জাত/সমস্যামূলক আচরণ যা অনেক বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতিটির মূল তথ্যটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন—

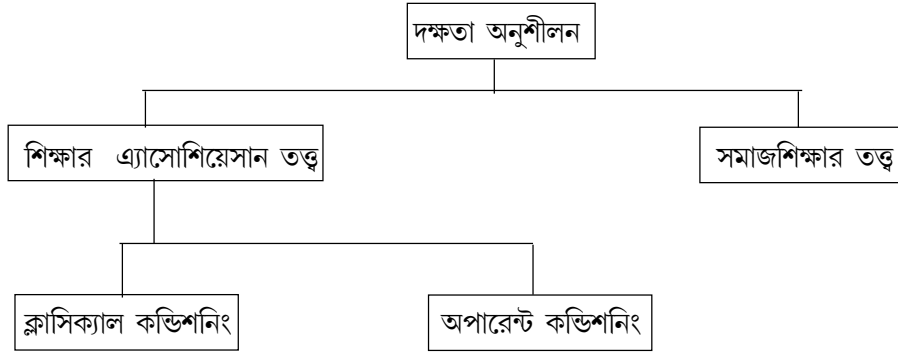


Fig. 2 : শিক্ষাতত্ত্ব সমূহ

অনুষঙ্গ শিক্ষায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া এদের কার্যকারী সম্পর্ক অথবা এই এককটির সম্বন্ধ বর্ণনা করা হয়েছে শর্তাধীন শিক্ষা নামক মনোবিদ্যার একটি তত্ত্বের মাধ্যমে। অনুষঙ্গ শিক্ষার জনপ্রিয় এই তত্ত্ব দুটি হলো শ্রেণীগত শর্তাধীনতা এবং অপারেন্ট শর্তাধীনতা।

২.৪.১ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং (শ্রেণীগত শর্তাধীনতা) (Classical Conditioning)

এই তত্ত্বটি আইভান পাবলভ (Ivan Pavlov) (১৮৪৯—১৯৩৬) নামে একজন শারীরবিজ্ঞানী পরে যিনি মনোবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিলেন। পরিপাকের শারীরবৃত্ত বিষয়টি পাবলভ (Pavlov) তাঁর কাজের মাধ্যমে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যে কাজের জন্য ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণার সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর পরীক্ষণ পাত্র অর্থাৎ কুকুরের লাল-ক্ষরণ হচ্ছে খাবার দেবার লোককে চোখে দেখা মাত্র কিন্তু তা খাবার দেখার পর হওয়া উচিত ছিল। এখানে খাবার হচ্ছে প্রাকৃতিক বা অশর্তাধীন উদ্দীপক (US) যা স্বাভাবিক বা অশর্তাধীন প্রতিক্রিয়া (UR) তৈরি করেছে, যা হলো কুকুরের লাল ক্ষরণ। যাইহোক এর কিছু সময় পরে কুকুরটির লালক্ষরণ শুরু হয়ে যেত খাবার দেবার লোকটিকে (NS, নিরপেক্ষ উদ্দীপক) দেখা মাত্র, যা একটি নতুন প্রতিক্রিয়া শুরু করলো অর্থাৎ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়া। এই পরীক্ষণের সাহায্যে পাবলভ ব্যাখ্যা করেছিলেন নিরপেক্ষ উদ্দীপকের বারংবার উপস্থিতি। অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া মতো একই প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারা সম্ভব। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন Classical Conditioning (শ্রেণীগত শর্তাধীনতা)।

শ্রেণীগত শর্তাধীনতা একটি পদ্ধতি যাতে একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপককে অথবা একটি আকর্ষণহীন উদ্দীপকের সাথে একটি স্বাভাবিক উদ্দীপকের জোট বাঁধা হয় একরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য যা স্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারা হয়ে থাকে।

- I. অশর্তাধীন উদ্দীপক (খাবার)→(US) সৃষ্টি করে→অশর্তাধীন প্রতিক্রিয়া (UR) (লালাক্ষরণ)
নিরপেক্ষ উদ্দীপক→ সৃষ্টি করে→যে-কোন প্রতিক্রিয়া অথবা
(কুকুরের রক্ষককে দেখা) নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া না হলে।
- II. অশর্তাধীন উদ্দীপক (খাবার) সৃষ্টি করে→অশর্তাধীন প্রতিক্রিয়া করে
+ (UR) (লালাক্ষরণ)
নিরপেক্ষ উদ্দীপক
(কুকুরের রক্ষককে দেখা)→
- III. শর্তাধীন উদ্দীপক সৃষ্টি করে→শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া
(কুকুরের রক্ষককে দেখা) (UR) (লালাক্ষরণ)

একবার একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক শর্তাধীন হলে, সেই উদ্দীপকের সাহায্যে শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সর্বত্র হওয়া সম্ভব, যেখানে সেই উদ্দীপককে উপস্থিত করা হবে, এই পদ্ধতিকে প্রথম সারির শর্তাধীনতা বলে জানা যায়। পান্ডুলিপি আরো একটি পরিষ্কার করেছিলেন যেখানে অন্য একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সাথে আগে থেকে শর্তাধীন একটি উদ্দীপকের জোট বাঁধানো হয়েছিল (প্রথম নিরপেক্ষ উদ্দীপক) এমনকি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে দ্বিতীয় নিরপেক্ষ উদ্দীপকটিও সেই শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা অশর্তাধীন উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া ধরনের হয় (যেমন —কুকুরের রক্ষকের উপস্থিতির সহিত মেট্রোনোমের অঁওয়াজকে জোট বাঁধা হয়েছিল লালক্ষরণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করার জন্য)। এই পদ্ধতিকে বলা হয় দ্বিতীয় সারির শর্তাধীনতা।

পান্ডুলিপির পরবর্তী পরীক্ষণের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা গেছে।

১. দেখা গেছে যে তৃতীয় বা তার পরেও যে-কোন উদ্দীপককে যদি পূর্বশর্তাধীন কোন নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সঙ্গে জোট বাঁধা হয় সেক্ষেত্রেও একই শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় উচ্চ শ্রেণীর শর্তাধীনতা।

২. একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের বারংবার উপস্থিতি (শর্তাধীন উদ্দীপক) একটি শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কমিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় লোভ পাওয়া/প্রশমিত করা। মাঝে মাঝে অশর্তাধীন উদ্দীপকের সাথে শর্তাধীন উদ্দীপকের (নিরপেক্ষ উদ্দীপক) জোট বাঁধা বজায় রাখলে শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিক্রিয়াটি বিলুপ্ত/প্রশমিত হবে না।

৩. শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি বিলুপ্ত হয়েছে সেটাও স্থায়ীভাবে তার সব বৈশিষ্ট্য হারায় না। সেটি কিছু সময় পরে কিছু পরিমাণ পুনরুত্থিত হতে পারে। যদি অশর্তাধীন উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে উপস্থিত করা হয়, এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভার।

৪. একবার নিরপেক্ষ উদ্দীপক যদি শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপকের দ্বারা (একরকম হয়) সৃষ্টি করা সম্ভব যেগুলির প্রারম্ভিক শর্তাধীন উদ্দীপকের সাথে মিল-সাদৃশ্য আছে। যেমন লালরঙকে অন্য যে কোন রঙের যথা— কমলা, গোলাপী, বেগুনী ইত্যাদির সাথে শর্তাধীন করা যেতে পারে। সদৃশ উদ্দীপকের সাহায্যে এই ধরনের শর্তাধীনতার সঞ্চারনকে বলা হয় উদ্দীপকের সার্বজনীনতা।

শ্রেণীগত শর্তাধীনতাকে বলা হয় পাবলভের শর্তাধীনতা। এই পদ্ধতিটিকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সাথে শর্তাধীন উদ্দীপক এবং অশর্তাধীন উদ্দীপকের জোট বাঁধা হলে। শর্তাধীন উদ্দীপকটি অশর্তাধীন উদ্দীপকের প্রতিচ্ছবি হতে পারে। যার সাহায্যে অশর্তাধীন উদ্দীপকের প্রভাব কেবলমাত্র যে প্রতিক্রিয়াটি হত তা শর্তাধীন উদ্দীপকটির দ্বারা করা যাবে।

২.৪.২ অপারেণ্ট কন্ডিশনিং (Operant Conditioning)

এটি হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপকের উপস্থিতিতে আচরণ/প্রতিক্রিয়ার বাড়া অথবা কমানোর সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত করা হয় সেই আচরণের পুরস্কার/শাস্তির সাহায্য নিয়ে। অপারেণ্ট শব্দটির নির্দেশ করে যে প্রাণী তার পরিবেশের সাথে ক্রিয়া করার ফলে একটি আচরণ উৎপন্ন হয়।

এই পদ্ধতিটি আমেরিকান মনোবিদ এডওয়ার্ড এল. থর্নডাইকের (১৮৭৪-১৯৪৯) 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর শিক্ষণ' তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আচরণের দ্বারা অভীক্ষার জন্য থর্নডাইক ক্ষুধার্ত বিড়ালকে বাস্তবের মধ্যে রেখেছিলেন এবং খাবারের টুকরো রেখেছিলেন বাস্তবের বাইরে। বাস্তবটি এমনভাবে তৈরি করা ছিল যে বিড়ালটি একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রাংশ বা লিভারে চাপ দিলে দরজা খুলে যাবে এবং বেড়ালটি বাহির হতে পারবে। বেড়ালটি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর সেই আচরণটি করতে পারলো। থর্নডাইক চেষ্টা করেছিলেন শর্তাধীন করে তুলতে (লিভারে চাপ দেওয়া)। কারণ লিভারে চাপ দিলে বাইরের দরজা খুলে যাবে। থর্নডাইক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রাথমিক অবস্থায় বেড়ালটি হঠাৎ করে লিভারে চাপ দিয়ে ফেলে অথবা দুর্ঘটনাক্রমে হতে পারে কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রত্যেকবারই লিভারে চাপ দেওয়ার পর খাবার রাখলে বেড়ালটি লিভারে চাপ দিলে খাবার পাওয়াটা শিখে যাবে। অনিয়মিতভাবে বারংবার প্রচেষ্টা/ভুল করার ফলে যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তার সাহায্যে ট্রায়াল ও এরর শিক্ষা চিহ্নিত করা হয়। যতক্ষণ না সঠিক প্রচেষ্টার দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। বারংবার প্রচেষ্টার ফলে সঠিক প্রতিক্রিয়াটি বেশী মাত্রায় ঘটে যা আচরণের একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত করে।

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে দুটি প্রধান নীতি আছে। ফলাফলের নীতি (Law of effect) এবং অনুশীলনের নীতি (Law of exercise)। ফলাফলের নীতিতে বলা হয়েছে যে অন্যান্য সব কিছু সমান থাকলে যে সব চুক্তি/শর্ত/মিলন থেকে সন্তোষজনক বিষয় লাভ করা যায় তাদেরকে রক্ষা করা হয় এবং যাদের থেকে অসন্তোষজনক/বিরক্ত সৃষ্টিকারী অবস্থার সৃষ্টি হয় তাদের বর্জন করা হয়। অনুশীলনের নীতিতে বলা হয়েছে যে, যা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা শিক্ষায় ব্যবহৃত হয়। বলা হয়েছে যে সমান সবকিছু বিষয়ে সাম্যতা থাকলে যে সব চুক্তি/সম্পর্ক অনুশীলন করলে/অভ্যস্ততা আনা হয় তাদের সংরক্ষণ করা হয় অন্যান্যদের অপব্যবহার করলে নষ্ট হয়ে যায়। থর্নডাইক লক্ষ্য করেছিলেন যে অনুশীলনকে সর্বদা পুরস্কৃত করা অথবা ফলাফল দ্বারা আগ্রহ তৈরি করা দরকার যাতে শিক্ষার উন্নতি হয়। যখন কোন প্রতিক্রিয়া/আচরণ যান্ত্রিক হয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য তখন তাকে যান্ত্রিক আচরণ বলা হয়। থর্নডাইকের গবেষণায় খাদ্য ছিল লিভারে চাপ দেওয়ার উদ্দীপক। যান্ত্রিক শর্তাধীনতার গবেষণা বিষয়ে আরো অগ্রণী ভূমিকা নেয় মনোবিদ B.F. Skinner (১৯৪০—১৯২২) আবিষ্কৃত 'স্কিনার বাক্স'। একটি স্কিনার বাক্স যার মধ্যে সাধারণ গবেষকের তৈরি এরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা থাকে যে-কোন প্রতিক্রিয়া করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং কোন প্রতিক্রিয়া করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। পুরস্কৃত করার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি ছোট লিভার/ডাঙা বাস্তবের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে চাপ দিলে পুরস্কার পাওয়া যাবে। যখনই প্রাণী ঐ বাস্তবের মধ্যকার লিভারে/ডাঙায় চাপ দেবে সে খাদ্য পেয়ে

পুরস্কৃত হবে। গতানুগতির যান্ত্রিক শর্তাধীনতার পরীক্ষণে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে একটি এক ফুট কিউব আকৃতির বাস্কে রাখা হত। ইঁদুরটি ছাড়া পাওয়ার জন্য বাস্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। ঘটনাক্রমে/কোনভাবে হেঁচট খেয়ে, সে লিভারের উপর পড়তো ও সেটাকে চাপ দিয়ে ফেলতো, এর ফলে সে কিছু খাদ্য পেত। ইঁদুরটি এর পরে আরো বেশী ঘুরে বেড়াতো এবং লিভারে চাপ পরে যেত যাতে সে আবার কিছু খাদ্য পেত। এরূপ কয়েকটি প্রচেষ্টার পর ইঁদুরটি লিভারে চাপ দিয়ে খাবার পাওয়াটা শিখে যায়। একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুর লিভারে বেশীবার চাপ দিতে পারে খাবার পাওয়ার জন্য যেটা তার পুরস্কার।

যান্ত্রিক শর্তাধীনতা পদ্ধতিটি যে-কোন পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন শ্রেণীকক্ষে, বাড়িতে, অথবা কার্যক্ষেত্রে যাতে চাহিদানুযায়ী আচরণ করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়। যান্ত্রিক শর্তাধীনতা পদ্ধতিটি নিম্নলিখিতভাবে পরিবেশন করা যায় :

প্রাথমিক উদ্দীপক	প্রতিক্রিয়া	পুরস্কৃত করা উদ্দীপক
S(1)→	R→	S(2)
(অজানা)	(লিভারে চাপ দেওয়া)	(খাবার)

S(1)—যা অজানা অর্থাৎ যে উদ্দীপকের জন্য প্রাণী প্রথম লিভারে চাপ দিতে উদ্যত হয়। লিভারে চাপ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে খাবার S(2) অর্থাৎ পুরস্কার পাওয়া যায়। যা ওই প্রতিক্রিয়াটি বারংবার করার প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেয়।

২.৪.৩ পুরস্কার এবং শাস্তি (Reward and Punishment)

যান্ত্রিক শর্তাধীনতার নীতি তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে কার্যকরী করা যায়। পুরস্কারের অনুশীলন, এড়িয়ে যাওয়ার অনুশীলন ও শাস্তির অনুশীলন।

(ক) **পুরস্কারের অনুশীলন**—পুরস্কারের অনুশীলনে পরীক্ষণ পাত্রকে পুরস্কৃত/পুনরুজ্জীবিত করা হয় একটি নির্দিষ্ট কাম্বিত আচরণের জন্য। পুরস্কারের অনুশীলনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী করা হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত আচরণটির শুরুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

একটি পুরস্কার যে-কোন কিছু হতে পারে যা আচরণটি বারবার অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা বাড়ায়। সাধারণত পুরস্কার দুই প্রকার হয়:

১. **ধনাত্মক পুরস্কার**—একটি পুরস্কার অথবা ভাল লাগার উদ্দীপকটি প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যভাবে বলা যায় যে এই পদ্ধতিতে বিরোধী উদ্দীপকের অপসারণ করা হয় যাতে সম্ভাবতই কাঙ্ক্ষিত আচরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন—কিছু গাড়িতে ‘বিপ’ শব্দ হয় যতক্ষণ না গাড়ির দরজা সঠিকভাবে বন্ধ হয়। দরজা ঠিকমত বন্ধ হলে ‘বিপ’ শব্দটি থেমে যায়। এইভাবে ‘বিপ’ শব্দটি (অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দীপক) থামা অথবা অপসারণ দরজা সঠিকভাবে বন্ধ করার আচরণটির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। পুরস্কার ঋণাত্মক হলে তা বিরোধী উদ্দীপকের অপসারণ দ্বারা প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

অনেক ঘটনা বা উদ্দীপক পুনরুজ্জীবিত উদ্দীপক হতে পারে। সাধারণত দু-ধরনের পুনরুদ্দীপক দেখা যায়।

১. **প্রাথমিক পুনরুদ্ধাপক**—এর মধ্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ধরা হয় যেমন খাদ্য ও পানীয়/খাবার ও জল।

২. **দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনরুদ্ধাপক**—বিবিধ নিরপেক্ষ উদ্দীপক এতে আছে যাদের প্রথম থেকে তেমন কোন মূল্য নেই প্রাণীর কাছে একটি প্রাথমিক পুনরুদ্ধাপকের সঙ্গে ছোট বেঁধে নিরপেক্ষ উদ্দীপকও পুরস্কার হতে পারে। যেমন খাবার কেনার জন্য টাকার ব্যবহার। দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনরুদ্ধাপককে বিবিধ পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

- (ক) **বস্তুগত পুরস্কার**—শিশুর পছন্দের যে-কোন জিনিস যেমন, গুলি, খেলনা, ঘুড়ি, বল, লাটু, ফুল, টিপ, চুড়ি, ফিতে, চকলেট।
- (খ) **সামাজিক পুরস্কার**—সামাজিক অঙ্গভঙ্গির আকারে পুরস্কার যা মৌখিক বা ইশারা হতে পারে যেমন—মৌখিকভাবে ভালো, খুব ভালো করেছ, দাবুন ইত্যাদি। অমৌখিক যেমন—হাসি, মাথা নাড়ানো, জড়িয়ে ধরা, পিঠ চাপড়ানো ইত্যাদি।
- (গ) **কাজকর্ম পুরস্কার**—তার পছন্দের কাজের মধ্যে থাকার অনুমতি দেওয়া, গান শোনা, টিভি দেখা, একটু ঘুরে আসা, খেলনা/পুতুল খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- (ঘ) **সুবিধা**— কোন পুরস্কার যার সাহায্যে শিশুর কাজের প্রচুর উন্নতি হয় যেমন কারুক্রে ক্লাসের মনিটর করে দেওয়া। খেলার দলের মধ্যে থেকে কাউকে অধিনায়ক করে দেওয়া ইত্যাদিতে শিশু সেই দলের নেতা হয়ে ওঠে।
- (ঙ) **প্রতীকি পুরস্কার**— যে-কোন বস্তু যার কোন পুরস্কার মূল্য নেই কিন্তু যার মূল্য নির্ভর করে শিক্ষার উপর অর্থাৎ এর সাথে প্রাথমিক/দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনরুদ্ধাপকের পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। এতে যাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনরুদ্ধাপক আচরণের পরিবর্তন আনার জন্য যেমন নম্বর, অঙ্কিত পয়েন্ট, বইয়ের তারকাকৃতি চিহ্ন, পরিবার জন্য একটি বিশেষ ধরনের ব্যাচ (অভিজ্ঞান) ইত্যাদি।

যখন শিশুদের দলগত পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন প্রতীকি সঙ্ঘ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী হয়ে উঠে। এই পদ্ধতিতে প্রতীকি পুরস্কার ও শিশুকে দেওয়া হয় যথার্থ বা ইচ্ছুক আচরণ করার জন্য। বিদ্যালয়ে, শ্রেণীকক্ষে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের প্রতীকি সঙ্ঘ পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা হল—

- (ক) বাড়িতে, শ্রেণীতে এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা খুবই সহজ।
- (খ) এই পদ্ধতি দলের অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।
- (গ) নির্দিষ্ট আচরণের উন্নতির জন্য দলের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ত্রুটি প্রয়োগ করা যায়।

প্রতীকি সঙ্ঘ (taken economy) পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে হবে।

- দলের প্রত্যেক শিশুর নির্দিষ্ট আচরণটি সনাক্ত করা প্রয়োজন যে দলের উপর প্রতীকি সঙ্ঘ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।
- কী ধরনের প্রতীকি ব্যবহার করা হবে পুরস্কারের জন্য তা আগেই তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন।

দলের সকলের পছন্দমত বিশেষ প্রতীক তৈরি করার প্রয়োজন হতে পারে। এগুলি কার্ডবোর্ড, কাগজ প্লাস্টিক টুকরো অথবা কাঠের হতে পারে।

- একটি পৃথক খোলা প্রতীক সঞ্চয় বোর্ডে যে সব ব্যক্তির জন্য প্রতীক নির্দিষ্ট করা হবে তাদের নামের তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে এই বোর্ডটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে সেই দলের/গোষ্ঠীর সবার নজরে পড়ে।
- দলে প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে জানবে যে কোন আচরণের উদ্দেশ্যে প্রতীক দেওয়া হবে, এভাবে প্রতীকের মূল্য বাড়বে।
- প্রতীক পরিবর্তনের সুযোগ রাখতে হবে যথার্থ শক্তিদায়িকার সনাক্তকরণের মাধ্যমে।
- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক আচরণের জন্য ব্যবহৃত প্রতীককে সর্বদা পুরস্কার দিতে হবে। দলের একজন যদি নির্দিষ্ট আচরণের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকের দ্বারা পুরস্কৃত হয় তবে সমগ্র দলটির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হবে।
- অন্যান্য পুরস্কারের জন্য সংযুক্ত প্রতীক সর্বদা প্রতীক অন্য কোন সামাজিক পুরস্কারের সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার, সঠিক পুরস্কার নির্বাচনের পথনির্দেশ—ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষিত আচরণ করবার কাজে শক্তিদায়িকার ভূমিকা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। সক্রিয় অনুবর্তন/অপারেন্ট অনুবর্তনের নিয়মানুযায়ী শক্তিদায়িকা/পুরস্কার সুখকর হওয়া দরকার। যাইহোক, সুখকর হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তি অনুযায়ী পৃথক হয়। যেমন কিছু শিশু গাঢ় আলিঙ্গন পছন্দ করে আবার কিছু শিশু স্পর্শ করাটাও পছন্দ করে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বিষয়টি না জেনে যদি কোন শিক্ষক তাকে আলিঙ্গন করেন তাহলে বিপরীত ফল হতে পারে। এমনকি শিশুটি আলিঙ্গন এড়াবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত আচরণটি থেকে বিরত হতে পারে। এজন্য প্রত্যেক শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে তার পছন্দ মতো উপযুক্ত পুরস্কার সনাক্ত করা যায় নির্বাচন করা যায়। পুরস্কার পছন্দ করার জন্য নিম্নলিখিত পথ-নির্দেশ দেওয়া হল—
 - (ক) শিশুটিকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার সবচেয়ে পছন্দের বিষয়টি জানা।
 - (খ) শিশুকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে তার সবচেয়ে পছন্দের বস্তু, ঘটনা বা বিষয় জানা।
 - (গ) শিশুটির পিতামাতা, পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

ভারতীয় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের পছন্দের ক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পুরস্কারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাতে আছে প্রাথমিক পুরস্কার, বস্তুগত পুরস্কার, সামাজিক পুরস্কার, কাজের পুরস্কার সুবিধা এবং প্রতীক পুরস্কার, (Peshawaria & Venkatesan, 1992)।

এড়িয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ (Avoidance Training) : এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ পাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া না করার জন্য শাস্তি পায়। এই শিখন পরিবেশে প্রাণী-সঠিক প্রতিক্রিয়া করলে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পায়।

শাস্তির প্রশিক্ষণ (Punishment Training) : শাস্তির অর্থ হল যে কোন ভাল না লাগার/অ-সুখবর ঘটনা যা—আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ/প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি কম হওয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। পরীক্ষণ পাত্রকে অসুখকর পরিবেশে রেখে অথবা সুখকর উদ্দীপক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় যখন সে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে।

এই এককের শেষে শাস্তির পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে শক্তিদায়িকার নিয়ম— এ পর্যন্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে সাধারণত প্রত্যেক প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি ফলাফল হয়। যাইহোক, কোন প্রাণীকেই প্রত্যেকবারের আচরণের পরে শক্তিদায়িকা বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। বেশীর ভাগ লোকই সর্বদা নিজে থেকে উদ্দীপ্ত হয় না পুরস্কৃত করার পদ্ধতিকে আরো বেশী কার্যকরী এবং কারণানুগ করতে হলে শক্তিদায়িকার বিবিধ নিয়মের ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ঠিক নির্বাচন করা হয় যে কখন পরীক্ষণ পাত্রকে পুরস্কৃত করা হবে। হয় কোন নির্দিষ্ট সময় (Interval) অথবা প্রতিক্রিয়ার সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী। অর্থাৎ এর সাহায্যে পুরস্কার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে—হয় কোন নির্দিষ্ট (fixed) —নিয়মে অথবা অনির্দিষ্ট (Variable) নিয়মে। এই নিয়মগুলি হল—

(i) নির্দিষ্ট বিরাম পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে শক্তিদায়িকা দেওয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর। যে সময়ের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ/প্রক্রিয়াটি অন্তত একবার ঘটবে। যেমন— একটি শিশুকে লেখার কাজ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক তিন মিনিট অন্তর তাকে পুরস্কার/শক্তিদায়িকা/পুরস্কার দেওয়া হয় আগে থেকে ঠিককরা বিভিন্ন সময়ের বিরাম অনুযায়ী তবে সেই সময়ের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট আচরণ/প্রতিক্রিয়াটি অন্তত একবার ঘটবে।

(ii) অনির্দিষ্ট বিরাম পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে শক্তিদায়িকা/পুরস্কার দেওয়া হয় আগে থেকে ঠিককরা বিভিন্ন সময়ের বিরাম অনুযায়ী তবে সেই সময়ের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট আচরণ/প্রতিক্রিয়াটি অন্তত একবার ঘটবে।

শক্তিদায়িকার কার্যকরণের ছক/নকশা-অবিরাম শক্তিদায়িকা ব্যবহার : অনির্দিষ্ট কাল শক্তিদায়িকার ব্যবহার (বিরাম এবং অনুপাত)

→নির্দিষ্ট শক্তিদায়িকার ব্যবহার (বিরাম এবং অনুপাত)

→শক্তিদায়িকা কমিয়ে দেওয়া→শক্তিদায়িকা লোপ করা

যখন কোনো মানসিক প্রতিবন্দী শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শুরুতে অবিরাম শক্তিদায়িকা দেওয়া যেতে পারে। একে ক্রমশ অনির্দিষ্ট শক্তিদায়িকা পদ্ধতিতে (বিরাম/অনুপাত) পরিবর্তিত করতে হবে। যেহেতু বিবিধ ধরনের শক্তিদায়িকার ব্যবহার সর্বোপরি ভাল প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বাড়ায় অনির্দিষ্ট শক্তিদায়িকা প্রদান পদ্ধতি থেকে নির্দিষ্ট (বিরাম বা অনুপাত) হারে শক্তিদায়িকা প্রদান পদ্ধতিতে আসা যায়। এভাবে ক্রমশ শক্তিদায়িকা প্রদানকে কমিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া সহজ হয়।

শক্তিদায়িকা হ্রাস (fading)—এই পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট আচরণ শেখাবার সময় সেই কাজে সাহায্য করাটা ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়।

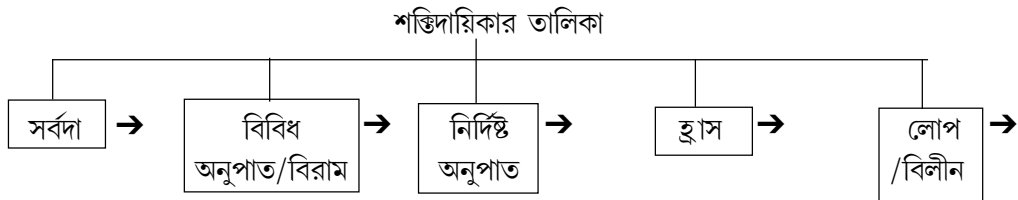


Fig. - 3 : শক্তিদায়িকার নিরবিচ্ছিন্নতা

পুরস্কার প্রদান পরিকল্পনার পরামর্শসমূহ—পুরস্কার পছন্দ করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার প্রদান নির্দিষ্ট করা। যে আচরণটিকে/দক্ষতাকে পুরস্কৃত করা হবে তা যেন কাঙ্ক্ষিত হয় এজন্য যথেষ্ট যত্ন সহকারে/সাবধানে তা বাছাই করা প্রয়োজন।

(১) কাঙ্ক্ষিত আচরণকে পুরস্কৃত করা কোন আচরণকে পুরস্কৃত করা হবে আর কোনটিকে হবে না, তা শিক্ষাদানের পূর্বে/শেখানোর পূর্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(২) যখন শিশুদের কোন আচরণকে পুরস্কৃত করা হবে তখন তার নির্দেশাবলী পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট হতে হবে।

(৩) শুরুতে কাঙ্ক্ষিত আচরণ ঘটানোর সাথে সাথে তা পুরস্কৃত করতে হবে।

(৪) প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যমূলক আচরণকে করার পর তাকে পুরস্কৃত করতে হবে।

(৫) যথোপযুক্ত পরিমাণ/সংখ্যায় পুরস্কার দিতে হবে।

(৬) অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে সামাজিক পুরস্কারকে যুক্ত করতে হবে।

(৭) পুরস্কার পরিবর্তন করা/পাল্টানো দরকার।

(৮) পুরস্কার কমিয়ে আনা—যেহেতু, শিশুটি আচরণটি রপ্ত করে নিচ্ছে, পুরস্কার ক্রমশ।

কমিয়ে আনা দরকার যাতে সে সাবলম্বী হয়। সামাজিক শিক্ষা—এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ দ্বারা নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা হয় এবং পরে তা আচরণের অনুকরণ দ্বারা শুরু করা হয়। একে পর্যবেক্ষণ শিখন/দেখে শেখা বলা হয়। আলবার্ট বান্ডুরার নীতি অনুযায়ী, এই তত্ত্বের মূলকথা, পর্যবেক্ষণ দ্বারা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের প্রচুর পরিমাণ শিক্ষালাভ হয়ে থাকে। যদিও সাধারণত মনে করা হয় যে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার পুরস্কার/শাস্তির মাধ্যমেই আচরণগত শিক্ষা হয়, তবুও সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে পরীক্ষিত গবেষণায় দেখা যায় যে অন্যের আচরণ এবং মনোভাব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন আচরণ তাড়াতাড়ি তৈরি হয় ও পুরানো আচরণ পরিবর্তিত হয়। এইভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত উভয় প্রকার আচরণই তৈরি হয়ে থাকে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আদর্শ আচরণের মডেল / প্রতিরূপ মক্কেল / শিক্ষার্থীদের দেখান হয়।

২.৫ সমস্যামূলক আচরণ (Problem Behaviour)

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায় তাদের প্রধানত ১০টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(১) হিংস্র এবং ধ্বংসাত্মক আচরণ—বই ছেঁড়া, জিনিস ভাঙা ও ছোঁড়া ইত্যাদি।

(২) বদমেজাজী আচরণ—মেঝেতে গড়াগড়ি দেওয়া, চিৎকার করা, প্রচণ্ড কান্নাকাটি করা ইত্যাদি।

(৩) অপরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ—অন্যদের জিনিস কেড়ে নেওয়া, থুথু ছোটান ইত্যাদি।

(৪) নিজেকে আঘাত করা—মাথা ঠোকা, চুল তোলা, নিজেকে আঁচড়ানো ও কামড়ানো, ছাল তোলা, ঘা খোঁটা ইত্যাদি।

- (৫) পুনরাবৃত্তি মূলক আচরণ—শরীর দোলানো, মাথা দোলানো, ক্রমান্বয়ে অঙ্গ সঞ্চারন করা ইত্যাদি।
- (৬) অস্বাভাবিক আচরণ—অহেতুক হাসা, নিজের মনে কথা বলা, নোংরা জিনিস সংগ্রহ করা / কুড়ানো ইত্যাদি।
- (৭) প্রচণ্ড চঞ্চলতা—নির্দিষ্ট সময় বসে থাকতে না পারা, সময় মতো কাজ করতে না পারা ইত্যাদি।
- (৮) বিদ্রোহী সুলভ আচরণ—অবাধ্যতা যা বলা হয় তার উপেক্ষা কাজ করা ইত্যাদি।
- (৯) অসামাজিক আচরণ—চুরি করা, খেলার জোচ্চুরী করা, মিথ্যা বলা, সত্য গোপন করা, অন্যদের দোষারোপ করা ইত্যাদি।
- (১০) ভয়—বিভিন্ন জায়গার ভয়, বিভিন্ন ব্যক্তি, জন্তু এবং বস্তুতে ভয় পাওয়া।

আগেকার পরিচ্ছেদে মানিয়ে চলার—আচরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরুট করে দক্ষতা শিক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত বা সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণকর্মসূচীতে দীর্ঘ পর্যবেক্ষনের প্রয়োজন। যার সাহায্যে সেই আচরণের কারণ নির্ণয় করা যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরই সমস্যামূলক আচরণ থাকে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে আচরণটি সমস্যামূলক কিনা শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সেই নিয়ে বৈষম্য থাকতে পারে। একজনের কাছে যা সমস্যামূলক আচরণ, অন্যের কাছে তা সমস্যামূলক নাও হতে পারে। সমস্যামূলক আচরণের শ্রেণীবিভাগ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নজরে রাখা দরকার।

- (ক) যখন সেই আচরণটি তার নিজের ক্ষতি করতে পারে।
- (খ) যখন সেই আচরণটি অন্যদের ক্ষতি করতে পারে।
- (গ) যখন সেই আচরণটি শিক্ষার অন্তরায় হয়ে ওঠে।
- (ঘ) যখন সেই আচরণটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়।
- (ঙ) যখন সেই আচরণটি সঠিক নয়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেকের মধ্যে দেখা দিতে পারে। এই আচরণগুলি খুব কম মাত্রায় প্রকাশিত হলে একে সমস্যামূলক আচরণ বলা যায় না। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে দেখা হয় তা হল—

—আচরণের তীব্রতা

—আচরণের সংখ্যা অর্থাৎ আচরণটি কতবার হয়।

—আচরণটির সময়ের স্থায়ীত্ব অর্থাৎ কতক্ষণ ধরে আচরণটি চলে। যেমন কান্না—শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু যদি কোন শিশু তুচ্ছ কারণে, ঘনঘন কাঁদে প্রতি এক বা দু-ঘন্টায় তখন তাকে স্বাভাবিক মনে করা হবে না। একইভাবে খুব জোরে চিৎকার করে এবং অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে সেটাও স্বাভাবিক মনে করা হবে না।

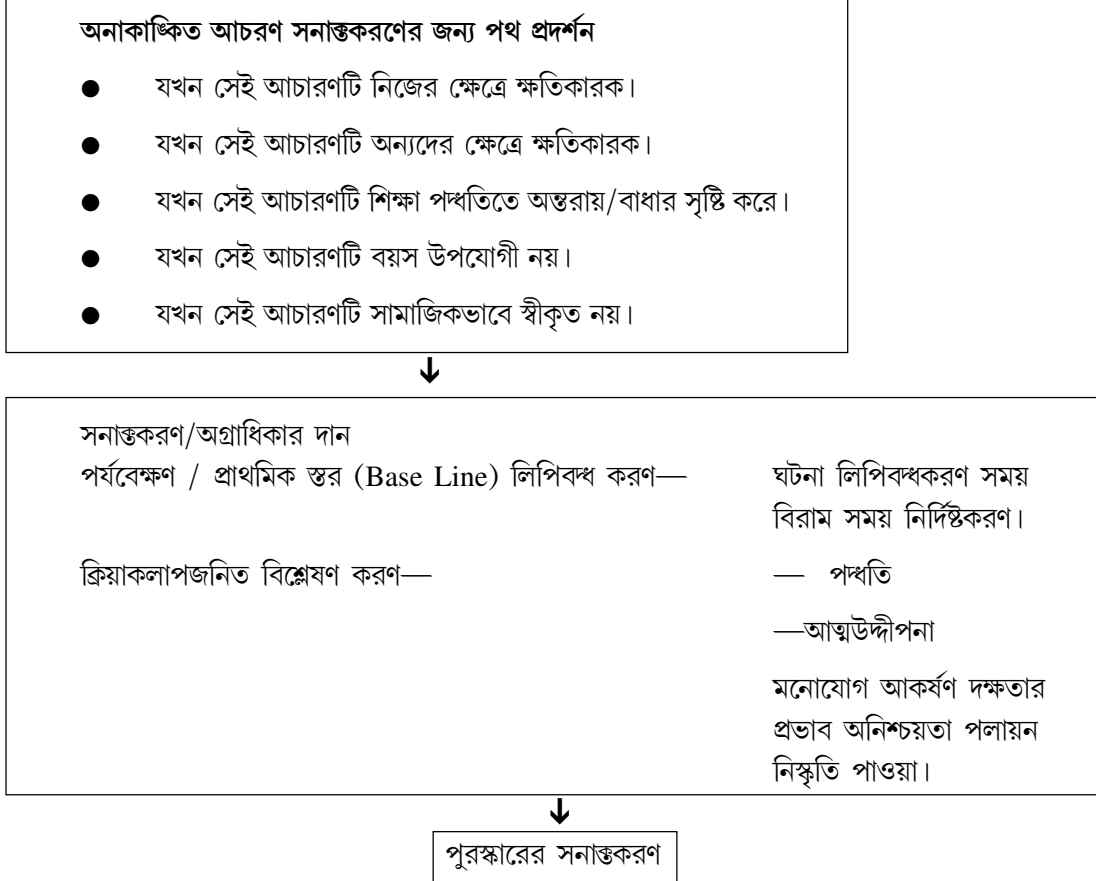


Fig-4 : আকাঙ্ক্ষিত আচরণ চিহ্নিত করণের পথ-প্রদর্শক

২.৫.১ সমস্যামূলক আচরণ সনাক্তকরণের বাধা (Steps in identifying problem behaviour)

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমানোর জন্য আচরণ সংশোধনের প্রযুক্তিবিদ্যার কাজে ব্যক্তিকেন্দ্রীক শিক্ষাসূচী গঠন করার জন্য শিশুর বিস্তৃত মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতির ধাপগুলি নিম্নরূপ (Fig-4— দেখা দরকার)।

(১) সমস্যামূলক আচরণ সনাক্তকরণ—কোন সমস্যামূলক আচরণ একবার শিক্ষকের নজরে পড়লে তার যথার্থ সনাক্তকরণ করা শিক্ষকের কর্তব্য। এ বিষয়ের যথাযথ নির্দেশিকা ব্যবহার করা দরকার।

(২) সমস্যামূলক আচরণের আচরণগত বিশ্লেষণ—আচরণ সংশোধনের /পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতীক নাম ব্যবহারের কোন মূল্য নেই কেবলমাত্র আচরণগত নামের সাহায্যে তার বর্ণনা করতে হয়। যেমন ‘রাগ’ শব্দটি অন্যকে গালাগালি দেওয়া, চিৎকার করে কাউকে বলা, মারধোর করা, নিজেকে মারা এবং অন্যদের দিকে জিনিস পত্র ছোঁড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অতএব এই শব্দটি ব্যবহার করে কোন সংশোধন/নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী তৈরী করা সম্ভব নয়। আচরণটির বর্ণনা বিষয়গত হওয়া দরকার যেটি পর্যবেক্ষণ করা এবং মাপা যায়।

(৩) সমস্যামূলক আচরণ সনাক্তকরণের নীতিসমূহ—একটি শিশুর একাধিক সমস্যামূলক আচরণ থাকতে পারে। কিন্তু একটি অথবা দুটি সমস্যামূলক আচরণ বেছে নেওয়া দরকার যাদের সংশোধন করা হবে যেহেতু তার বেশী সংখ্যক হলে সেই পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয় যার প্রভাব আচরণটির উপর রয়েছে। সমস্যামূলক আচরণ নির্ণয় অথবা অগ্রাধিকার দেবার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রযোজ্য—

(ক) যেসব সমস্যামূলক আচরণ সহজে নিয়ন্ত্রণ/সংশোধন করা যাবে তা নির্বাচন করা, যার দ্বারা শিক্ষক পরবর্তীকালে অনেক বেশী সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

(খ) যে সব সমস্যামূলক আচরণ অন্যের বা নিজের ক্ষতি করছে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(৪) প্রাথমিক স্তর পরীক্ষণ (Base line Assessment) (পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি)—পর্যবেক্ষণ হল একটি পদ্ধতি যাতে এক বা একাধিকজন পর্যবেক্ষণ করেন বাস্তব জীবনে কি ঘটছে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তার শ্রেণীবিভাগ ও ছক তৈরী করেন। পর্যবেক্ষণের ৪টি নিয়ম আছে—

(ক) কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে

(খ) কখন পর্যবেক্ষণ করতে হবে

(গ) কেমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

(ঘ) কোথায় পর্যবেক্ষণ করতে হবে

আচরণকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের দ্বারা বা স্বনিয়ন্ত্রিত (Automatic) নথীভুক্তিকরণ (recording) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়—

(ক) ঘটনা অথবা সংখ্যা নথীভুক্তিকরণ : এই ঘটনা অথবা সংখ্যা নথীভুক্তিকরণ পদ্ধতিতে সমস্যামূলক আচরণটি—দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কতবার ঘটেছে তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে নথীভুক্ত করা হয় এবং এটির অন্তত তিনদিন পুনরাবৃত্তি করা হয়। এরফলে শিক্ষক/সংযুক্ত ব্যক্তি আচরণটি সম্পর্কে অনেক বেশী জানতে পারেন।

এর থেকে সমস্যামূলক আচরণটি সাধারণত কতবার ঘটে যেমন—মারধোর না করা, ধাক্কা দেওয়া, একজায়গায় না বসা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন (আচরণটি কতবার হচ্ছে তার সংখ্যা ধরা হয়) মৌখিকভাবে সংঘটিত আচরণের ক্ষেত্রে বা ঘনঘন (বার বার) সংঘটিত আচরণের ক্ষেত্রে, যেখানে সংখ্যা গোণা কঠিন, এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য নয়।

(খ) সময়ের নথীভুক্তিকরণ : যেসব আচরণ বিভিন্ন সময় ধরে ঘটে এই পদ্ধতিটি সেসব আচরণের নথীভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য / যেমন শ্রেণীতে / ক্লাসে মনোযোগ না দেওয়া (বাইরে তাকান), প্রচণ্ড চঞ্চলতা, দোলা ইত্যাদি। কোন এক দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্যামূলক আচরণটি কত সময় ধরে ঘটেছে তার নথীভুক্তিকরণ করা হয় এবং এভাবে অন্তত তিনদিন করতে হয়। এর থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমস্যামূলক আচরণটির গড় সময় হিসাব করা হয়। এই পদ্ধতি যেসব আচরণ নথীভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে কার্যকরী যার স্থায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়। যাইহোক সঠিক পরীক্ষণের জন্য সর্বক্ষণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যা দলগত শিখনমূলক পরিস্থিতিতে সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে।

(গ) বিরাম নথীভুক্তিকরণ : সমস্যামূলক আচরণকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, যেমন—আচরণটি প্রতি ঘন্টায় পাঁচ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করা। এটি আচরণের সংখ্যা ও স্থায়িত্ব উভয়প্রকার নথীভুক্তিকরণের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যাই হোক, সমস্যামূলক আচরণ এই ব্যবধানের মধ্যে ঘটলেও শুধুমাত্র নির্ধারিত বিরামের এদের নথীভুক্তিকরণ করা উচিত।

(ঘ) সময়ের নমুনাকরণ : সমস্যামূলক আচরণ—শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত সময়েই নথীভুক্তিকরণ করা হয়। উদাহরণ—শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা প্রতি ৩০ মিনিটের ব্যবধানে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যখন সমস্যামূলক আচরণটি ঘটার সংখ্যা ও স্থায়িত্ব বেশী থাকে। এতে অনবরত /অবিরাম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।

২.৫.২ ক্রিয়াকলাপজনিত বিশ্লেষণ (আচরণ জনিত বিশ্লেষণ) (Functional Analysis)

এই পদ্ধতির সাহায্য সমস্যামূলক আচরণের জটিলতাকে সহজতর/সবথেকে প্রাথমিক অংশে বিভক্ত করে বোঝা সম্ভব হয়। যেসব সমস্যামূলক আচরণ অর্জিত হয় তার বিভিন্ন পরিবেশগত প্রভাব থাকতে পারে। শিখনের তত্ত্ব অনুযায়ী শিখন হয়ে থাকে সংযোগসাধনের মাধ্যমে (ক্ল্যাসিক্যাল ও অপারেণ্ট কন্ডিশনিং) এবং পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। সমস্যামূলক আচরণ বিশ্লেষণের জন্য একাধিক মডেল / নমুনা বর্তমান। একটা সহজতর নমুনা হল A-B-C Model, সেটা মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদে সমস্যামূলক আচরণ বিশ্লেষণের কাছে সব চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই নমুনাটি সেই সকল কারণ চিহ্নিত / সনাক্ত করতে সাহায্য করে যারফলে সমস্যামূলক আচরণটি সংগঠিত হয়ে থাকে। A নির্দেশ করে পূর্ববর্তী ঘটনাবলী (ANTECEDENT Factors), পূর্ববর্তী ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষক বুঝতে /জানতে পারেন—সমস্যামূলক আচরণের পূর্বে কি ঘটেছিল। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার—

(ক) সাধারণত সমস্যামূলক আচরণটি কখন ঘটে— কর্মাবকাশে অথবা শ্রেণীকক্ষে যখন শিক্ষক অন্য ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অথবা দুপুরে খাওয়ার সময়.....

(খ) দিনের কি কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে যখন এই সমস্যামূলক আচরণটি বেশী হয়— যেমন সকালের দিকে অথবা খাবার সময়ে.....

(গ) কার সঙ্গে থাকলে সমস্যামূলক আচরণটি হয়—কোনো নির্দিষ্ট জায়গা অথবা পরিস্থিতি আছে কি যেখানে সমস্যামূলক আচরণটি হয়—বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ অথবা শ্রেণীকক্ষে অথবা বাড়ীতে যখন শিশুটি একা থাকে.....

(ঘ) সমস্যামূলক আচরণটি কোথায় হয়, যার মানে হল এমন কি কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বা পরিস্থিতি আছে যেখানে সমস্যামূলক আচরণটি ঘটে থাকে। উদাহরণ—বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অথবা শ্রেণীকক্ষে অথবা বাড়ীতে অথবা যখন শিশুটি একা থাকে.....

B নির্দেশ করে আচরণ (BEHAVIOUR) অর্থাৎ সমস্যামূলক আচরণটি চলাকালীন কি ঘটে। আচরণের প্রাথমিক স্তর পরীক্ষণ/মূল্যায়ণ-এর ফল থেকে এটা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় যে সমস্যামূলক আচরণটি ঘটার সময় কি কি বিষয় দায়ী! যেমন— কতবার সমস্যামূলক আচরণটি হচ্ছে? অথবা কতক্ষণ ধরে সমস্যামূলক আচরণটি হচ্ছে?

C নির্দেশ করে আচরণের ফলাফল (CONSEQUENCES) যেটা হল, সেই সকল বিষয়গুলি—যা আচরণের

ঠিক পরেই ঘটে থাকে। পরবর্তী ফলাফলের বিশ্লেষণের ফলে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়—

- (ক) সমস্যামূলক আচরণটি ঘটার ঠিক পরমুহূর্তে শিশুটির চারপাশের মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হয়।
- (খ) সমস্যামূলক আচরণটি শিশুটি বা অন্যদের প্রতি কি প্রভাব বিস্তার করে?
- (গ) সমস্যামূলক আচরণটি করার ফলে শিশুটির কি কোনো সুবিধা/লাভ হয়?

সমস্যামূলক আচরণের ফলাফল বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা যায় যে বেশীরভাগ আচরণের দ্বারাই কোনো সুবিধা পাওয়া যায়। (পুরস্কার বা শক্তিদায়িকা) অপারেণ্ট কন্ডিশানিং-এর নিয়মি অনুযায়ী যদি কোনোরকম সুবিধা না পাওয়া যায় তাহলে আচরণটি না করার প্রবণতা দেখা যায়। এইভাবে ক্রিয়াকলাপজনিত বিশ্লেষণ—আচরণের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে।

সমস্যামূলক আচরণের কারণসমূহ : আচরণবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী আচরণের দুটি ভাগ—উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া। উদ্দীপকটির বৈশিষ্ট্য আচরণের কারণ হতে পারে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যামূলক আচরণের আচরণগত বিশ্লেষণের উপর গবেষণায় নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে—

(ক) **মনোযোগ আকর্ষণ :** যে কোন বয়সের মানুষের আচরণের ধারার উপর মনোযোগের প্রচণ্ড প্রভাব আছে। একজন ব্যক্তি কখনোই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ না করে থাকতে পারে না। এটা বোঝা খুবই সহজ যে আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলি কারণ আমাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকসময় আমরা অসজ্ঞাতভাবে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করি। এবং যদি আমরা অসজ্ঞাত আচরণের সাহায্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি তবে সেটা শক্তিদায়িকা হতে পারে। ইহা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের প্রধান কারণই হলো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি তবে সেটা শক্তিদায়িকার কাজ করে থাকে এবং এজন্যই আমরা সেই আচরণটি আবার করতে চাই, এমনকি এক বলক দেখাটাও শক্তিদায়িকা হতে পারে। ইহা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের প্রধান কারণই হলো মনোযোগ আকর্ষণ করা। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষককে খুঁজে বার করতে হবে যে কোনো সমস্যামূলক আচরণ মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে হচ্ছে কিনা। যদি সমস্যামূলক আচরণটি মনোযোগ না দিলে / পেলে বেশী হয় ও মনোযোগ দিলে থেমে যায়— তাহলে বুঝতে হবে যে সেটি হল একটি মনোযোগ আকর্ষণকারী আচরণ।

(খ) **আত্মউদ্দীপক :** কখনো কখনো শিশুরা পুণরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে যেমন শরীর দোলানো। বড়ো আঙুল চোষা ইত্যাদি সিভিয়ার (Severe) ও প্রোফাউন্ড (profound) মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে এইসব আচরণ আরো বেশী দেখা যায়। সাধারণত আত্মউদ্দীপকজনিত আচরণ বাড়ে যখন তারা কোনো কাজের মধ্যে থাকে না।

(গ) **পলায়ন :** অনেক সময় শিশুরা দায়িত্ব এড়াবার জন্য সমস্যামূলক আচরণ করে। যেমন—যখনই শিক্ষক একটি শিশুকে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেন তখনই সে কাঁদতে শুরু করে, যার ফলে শিক্ষক সেই কাজটি সরিয়ে নেন। যেহেতু কান্নার ফলটি ভালো হল অর্থাৎ কাজ থেকে ছুটি সেহেতু শিশুটি ক্রমশ কাজ থেকে ছুটি/মুক্তি পাবার জন্য কাঁদতে শেখে। যদি কোনো কিছু করতে হলে শিশুর সমস্যামূলক আচরণ বাড়ে ও না করতে হলে কমে, তবে বোঝা যায় যে শিশুটি কাজের থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ঐরূপ সমস্যামূলক আচরণ করছে।

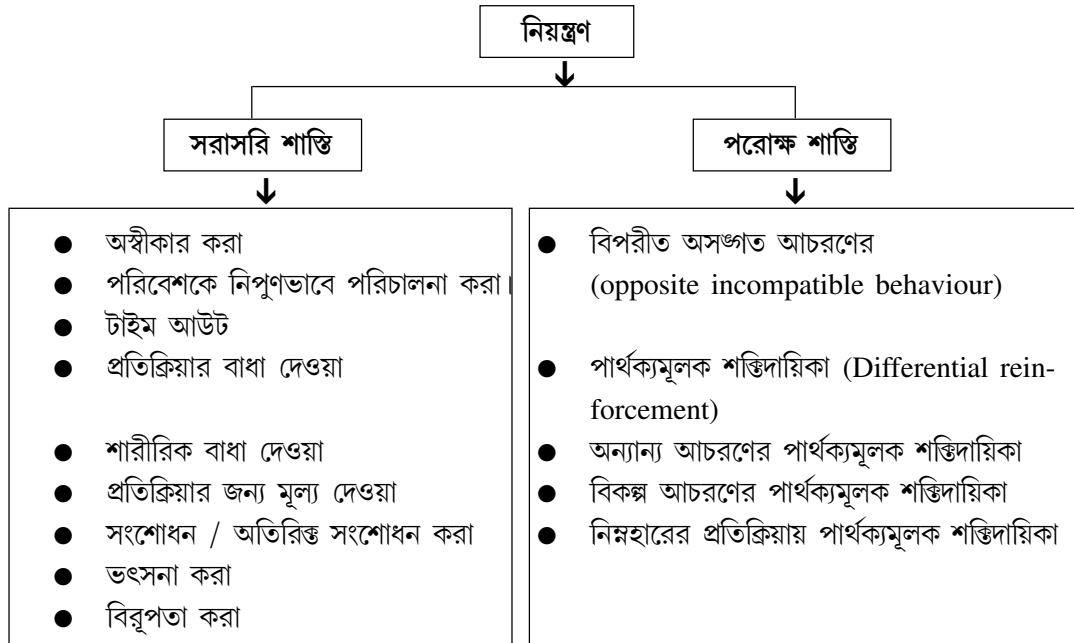
(ঘ) **বাস্তব উপাদান (হেতু) :** শিশুদের কিছু সমস্যামূলক আচরণ থেকে তারা বাস্তব/কল্পিত পুরস্কার পায়। যেমন—কোনো শিশুকে কান্না থামানোর জন্য মা যদি বিস্কুট দেন শিশুটি তখনকার মতো চুপ করে যাবে কিন্তু পরোক্ষভাবে মা তাকে মাঝে মাঝে কাঁদতে শেখালেন যেহেতু এর ফলে সে সহজেই পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে। এটিই হল ‘জেদী’ ও ‘বদমেজাজী’ আচরণের মতো সমস্যামূলক আচরণের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ কারণ।

(ঙ) **দক্ষতার অভাব :** এই কারণে মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অনেক সমস্যামূলক আচরণ তৈরী হয়। যখন শিশু শেখে না অথবা জানে না কেমনভাবে উপযুক্ত আচরণ করা যায়, তখন তার সমস্যামূলক আচরণটি পরোক্ষভাবে তার দক্ষতার অভাবকেই প্রকাশ করে। যেমন—একজন শিশু যে তার বন্ধুর নতুন ছবির বইটি দেখতে চায়, সেটি ছিনিয়ে নিতে পারে কারণ তার যোগাযোগ করার দক্ষতার অভাব আছে।

(চ) **পুরস্কার সনাক্তকরণ :** আচরণের ক্ষেত্রে, কাঙ্ক্ষিত আচরণ বাড়ানো বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমানো যাই হোক না কেন পুরস্কার/শক্তিদায়িকার সনাক্তকরণ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পুরস্কার দেবার ফলে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ হয় এবং পুরস্কার বন্ধ করে দেবার ফলে সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায়।

২.৫.৩ নিয়ন্ত্রণ (Management)

আচরণের পূর্বের ঘটনা এবং আচরণের ফলাফল বিস্তারিতভাবে বুঝে নেওয়ার উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কাজ। তাই অন্যদের মারধোর করার মতো সমস্যামূলক আচরণের নিয়ন্ত্রণও এক হবে না যদি তাদের পূর্ব ঘটনা এবং ফলাফল ভিন্ন হয় শিক্ষক অবশ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটির বিষয়ে চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি কোন নির্দিষ্ট সমস্যামূলক আচরণ নির্ধারণের জন্য আচরণের পূর্ব ঘটনাসমূহ বেশী জরুরী হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে সেইসব ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যা সমস্যামূলক আচরণ তৈরী করেছে এবং যদি পরবর্তী বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সমস্যামূলক আচরণের জন্য দায়ী হয় তাহলে অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। সমস্যামূলক আচরণের হওয়াকে কমাতে যেসকল পদ্ধতি ব্যবহার হয় তাকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—শাস্তিহীন পদ্ধতি ও সরাসরি শাস্তিদান পদ্ধতি।



ছক/ Fig. 5 : সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

শাস্তি : এটা হল একটা আচরণগত পদ্ধতি, যা অকাম্য আচরণের ঘটা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে/কমাতে /বাধা দিতে ব্যবহৃত হয়। শাস্তি হল কোনো আচরণের পরে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা বা সরিয়ে নেওয়া, যাতে লক্ষিত আচরণটির উদয় হওয়াটি কমে। এটা অন্তর্ভুক্ত করে :

(ক) সেই সকল পদ্ধতি যা পূর্ববর্তী সেইসকল বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে যা অকাম্য আচরণকে প্রভাবিত করে এবং

(খ) সেই সকল পদ্ধতি যা অকাম্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে পরবর্তী ফলাফলগুলিকে সরিয়ে ফেলে অথবা অকাম্য আচরণটি ঘটার ঠিক পরেই নিরানন্দদায়ক উদ্দীপক প্রদান করে। এই ফলাফল সরিয়ে ফেলাকে অবশ্যই ঋণাত্মক শক্তিদায়িকার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না, যা হল একটি বিরূপ/নিরানন্দনায়ক উদ্দীপককে সরানো কাম্য আচরণটির ঘটাকে বাড়াতে বা শক্তিশালী করতে। যেখানে, শাস্তিতে একটি প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী পুরস্কার / শক্তিদায়িকাকে সরিয়ে ফেলা হয় অকাম্য আচরণটি কমাতে / বন্ধ করতে। অশাস্তিমূলক পদ্ধতিগুলি হল অকাম্য আচরণ কমানোর পরিকল্পনায় প্রথম পছন্দ। নৈতিকভাবে কারোর অন্যকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা বা বঞ্চিত করার অধিকার নেই। সেই জন্য অন্যসব পদ্ধতি বিকল্প হলে শাস্তি হল শেষ উপায়, আদর্শগতভাবে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সরাসরি শাস্তিমূলক কৌশলাদি : এটা সেই সকল পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা অকাম্য আচরণকে কমায়। এখানে যদিও সরাসরি শাস্তিমূলক কৌশলাদি বর্ণনা করা হয়েছে অশাস্তিমূলক পদ্ধতিগুলিকে ভালোভাবে বোঝা যাতে সম্ভব হয়।

(১) পরিবেশকে পুনর্গঠন করা (পরিবেশকে নিপুনভাবে পরিচালনা কর) : যদি এটা দেখা যায় যে অকাম্য আচরণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (ফলাফল) বিষয়গুলির তৎক্ষণাতঃ পরিবেশের উপর প্রভাব আছে, তাহলে পরিবেশকে পুনর্গঠন করতেন সেই অকাম্য আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। উদাহরণ—এমন দেখা গেছে যে মঞ্জেশ সর্দবা ক্লাসের সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে যার কারণ হল পূর্ববর্তী বিষয়ে—যখনই জয়েশ মঞ্জেশের পাশে বসে, সে সর্দবাই মঞ্জেশকে সুড়সুড়ি দেয় এবং যেহেতু মঞ্জেশের আওয়াজ করার ফলে সবাই হাসে এটা তাকে একটা আনন্দনায়ক অনুভূতি দেয়।

এখানে, পরিবেশের পুনর্গঠন হল মঞ্জেশ ও জয়েশের মধ্যে বসার স্থানটি পরিবর্তন করা।

(২) ধ্বংস/লোভ করা : এটি হল অকাম্য আচরণের পরবর্তী ফলাফলকে পুনরায় সংগঠন করা যাতে পরবর্তী মনোযোগ বা কাজটি করার পুরস্কার সে না পায়। এটাকে অগ্রাহ্য করাও বলা হয়ে থাকে। এটি হল পুরস্কার— মনোযোগ না দেওয়া। অগ্রাহ্য করা হল শিশুকে মিষ্ট কথায় না ভোলানো/রাজী না করানো, শিশুর পিছু পিছু না যাওয়া, তাকে না বকা, কোন কাজ না দেওয়া, তারদিকে না তাকানো অথবা তাকে লক্ষ্য না করা। অগ্রাহ্য করা পদ্ধতিটি বর্ণনা করা সবচেয়ে সোজা, কিন্তু সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটা একটা অন্যতম কঠিন পদ্ধতি।

(ক) কিছু কিছু সমস্যামূলক আচরণ অগ্রাহ্য করা যায় না। যেমন—যদি শিশুটি অগ্রাহ্য পাওয়ার জন্য অন্যের বা নিজের ক্ষতিকরে, অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার।

(খ) অগ্রাহ্য করা পদ্ধতিটি ব্যবহার করলে সমস্যামূলক আচরণটি কমার আগে প্রাথমিকভাবে বাড়তে দেখা যায়।

(গ) যদি অগ্রাহ্য করা পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে হয় তাহলে শিশুর সঙ্গে জড়িত সকলকেই সেটি প্রয়োগ করতে হবে। নচেৎ একজন মনোযোগ না দিলেও শিশু অন্য জনের কাছে তা পেয়ে যাবে। ফলে সমস্যামূলক আচরণটি চলতেই থাকবে।

(৩) **টাইম আউট (Time out)** : এটি হল অকাম্য আচরণকে দুর্বকরার পদ্ধতি যা শিশুকে একটি শক্তিদায়িকাহীন জায়গায় সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শক্তিদায়িকার উপস্থিতির জন্যই সমস্যামূলক আচরণ ঘটে, এটা প্রমান করা প্রয়োজন। টাইম-আউটের সময় শিশুকে এমন একটি পরিস্থিতিতে রাখা হয় যেখানে স্বল্প সময়ের জন্য (২—৩ মিনিট) পুরস্কারের সকল প্রকার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা হয়। উদাহরণ— সমস্যামূলক আচরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোণে শিশুকে দাঁড় করিয়ে রাখা দেওয়ালের দিকে মুখ করে, অথবা মাথাটি ডেকের উপর নিচু করিয়ে রাখা ইত্যাদি।

(৪) **প্রতিক্রিয়া বাধাকরণ** : এটি হল অকাম্য আচরণটি ঘটানোর পূর্বেই সেটি ঘটতে বাধা দেওয়া, উদাহরণস্বরূপ মারার আগেই শিশুর হাত ধরে ফেলা, এইভাবে এটা ঘটতে বাধা দেওয়া। প্রতিক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ এবং জোর করে অকাম্য আচরণটির পুনরাবৃত্তি হতে পারে। যদিও, এক্ষেত্রে শিশুর সঙ্গে শারীরিক দ্বন্দ্ব যাওয়াটি প্রশয় দেওয়ার উদ্দেশ্য/অভিপ্রায় নেই, তাই প্রতিক্রিয়া বাধাকরণটি প্রয়োগ করা উচিত আচরণ, যেটির রূপান্তর প্রয়োজন তার সতর্ক বিশ্লেষণের পর।

(৫) **শারীরিকভাবে বাধা দেওয়া** : এটি পদ্ধতিতে অকাম্য আচরণটি ঘটানোর পর শিশুর শারীরিক কাজকর্মে বাধাপ্রদান করা হয়। রাগজনিত আচরণকে কামানোর জন্য স্বল্প শারীরিক বাধাপ্রদান হল উপকারী। এটি হল শিশুর শারীরিক কাজ কর্মে বাধা দেওয়া, উদাহরণ, তৎক্ষণাৎ হাত বাঁধা—এতটা শক্ত করে নয় যাতে যন্ত্রণা হবে—স্বল্প সময়ের জন্য (২-৩ মিনিট) অথবা হাত ধরে রাখা এবং দৃঢ়ভাবে বলা আচরণটির পুনরাবৃত্তি না করতে। যেমন— নিজেকে মারা, আঙুল চোষা এবং কাগজ ছেঁড়া ইত্যাদি।

(৬) **প্রতিক্রিয়ার মূল্য** : এটি হল একটি পদ্ধতি যাতে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ঘটানোর পর তার পূর্বের পুরস্কৃত শক্তিদায়িকা ফেরৎ নেওয়া হয় (যেটি কাঙ্ক্ষিত আচরণ বাড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল)। এই পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন কাঙ্ক্ষিত আচরণ বাড়ানোর জন্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়। যার ফলে কোন সমস্যামূলক আচরণ ঘটলে শিশুর সেই অর্জিত প্রতীক ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। এইভাবে তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য মূল্য দিতে হয়।

(৭) **পুনরুদ্ধার করা / পূর্বাবস্থায় আনা** : এটি পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিকে সমস্যামূলক আচরণ ঘটানোর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়, যেটি তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করেছিল অর্থাৎ বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে পুনরুদ্ধার করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। যেমন একটি শিশু নোংরা অথবা কাগজের টুকরো মেঝেতে ফেলেছে সে আবার সেগুলি কুড়িয়ে ময়লা রাখার জায়গায় ফেলবে।

(৮) **অতিরিক্ত সংশোধন** : এই পদ্ধতিটি একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ। এই পদ্ধতিটি ব্যক্তিকে শুধুমাত্র কি করা উচিত নয় তা শেখায় না, কি করা উচিত তাও শেখায়। এটির দুটি ভাগ আছে :

(ক) **পুনরুদ্ধার জনিত অতিরিক্ত সংশোধন** : এটি হল বিশৃঙ্খল পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় চেয়ে বেশী পূর্বাবস্থায় আনা। সমস্যামূলক আচরণ যে ব্যক্তির আছে যেমন—খাবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা—তাকে শুধুমাত্র সেই জায়গাটিই নয় সম্পূর্ণ ঘরটি পরিষ্কার করতে বলা।

(খ) **ধনাত্মক অনুশীলন** : এটি হল অনুপযুক্ত আচরণের ফল স্বরূপ একটি উপযুক্ত আচরণ অনুশীলন

করা। এর অর্থ হল যখনই কোন ভুল হবে তখন সবরকম কাজ কর্ম বন্ধ করে দেওয়া এবং তারপর সঠিক আচরণটি সতর্কভাবে একাধিকবার সম্পাদন করা। ধনাত্মক অনুশীলন বা পুনর্বুদ্ধারের পরে কোন শক্তিদায়িকা দেওয়া হয় না। এটা হতে পারে যে শিশু সবসময়ই ধনাত্মক অনুশীলন বা পুনর্বুদ্ধার জনিত নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করছে, সেক্ষেত্রে তাকে শারীরিকভাবে সেটা করার জন্য সাহায্য করতে হবে (জোর না করে) তার পরেও যদি শিশু না করতে চায় তাহলে তার পছন্দসই কাজগুলি (উদাহরণ—খেলা, টিভি দেখা, একটা নির্দিষ্ট পোষাক পরা) অথবা জিনিসগুলি অথবা খাবারগুলি যেমন—পাঁপড়, মিষ্টি ইত্যাদি (আবশ্যিকীয় খাদ্য নয়) তার থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

(৯) **বিরূপতার পদ্ধতি / কৌশল (Aversive Therapy)** : এটি হল একটি পদ্ধতি যা অকাম্য আচরণটি কতবার ঘটবে তার সংখ্যা/হার কমাতে সেটিকে প্রকৃত বা কাল্পনিক বিরূপ উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা ঘটে থাকে শর্তমূলক (conditioning) পদ্ধতির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে স্বল্প শক (১০ থেকে ৬০ ভোল্টের) দেওয়া হয়ে থাকে যেটি যন্ত্রনাদায়ক উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে অথবা কোন অকাঙ্ক্ষিত আচরণের পর একটি তীব্র এবং কষ্টকর গন্ধ শোকানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি খুব কম ব্যবহার হয়ে থাকে। যখন অন্য সকল পদ্ধতি কাজ করে না তখন এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—ভীষণভাবে মাথায় আঘাত করা বা ঐ ধরনের আত্মঘাতী আচরণের ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিটির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের (মনোবিজ্ঞানী) প্রয়োজন।

২.৬ পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (Differential Reinforcement)

শাস্তিবিহীন পদ্ধতিসমূহ : এই পদ্ধতি একইসাথে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমানো এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য যে নীতি ব্যবহার করা হয় তা হল পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকার পদ্ধতিসমূহ। এই পদ্ধতিতে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিতে শক্তিদায়িকা প্রয়োগ করা হয়। পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা ৪ প্রকারের হয়—

(১) **অসঙ্গত আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (Differential reinforcement of Incompatible behaviour–DRI)** : একে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের বিপরীত আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকাও বলা হয়ে থাকে। যেমন—একটি অত্যন্ত চঞ্চল শিশু যদি একটি জায়গায় নির্দিষ্ট সময় বসে, তবে তাকে শক্তিদায়িকা দেওয়া হয়।

(২) **অন্যান্য আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (Differential reinforcement of other behaviour DRO)** : এই পদ্ধতিতে যে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ শোধরানোর উদ্দেশ্যে তা ছাড়া অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য শক্তিদায়িকা দেওয়া হয়। যেমন—যে শিশু সামান্য কারণে অন্যদের মারে সে যদি কোন নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময় ধরে তা না করে এবং অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা সমস্যামূলক নয়, তবে তাকে শক্তিদায়িকা দেওয়া।

(৩) **বিকল্প আচরণকে পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা প্রয়োগ (Differential reinforcement of Alternative behaviour / DRA)** : এই পদ্ধতিতে কোনো কাম্য আচরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ও তাকে

শক্তিদায়িকা প্রদান করে সম্ভাব্য অকাম্য/অকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। উদাহরণ দুটি শিশু যারা প্রায়শই তুচ্ছ/নগন্য কারণে মারপিট করে তাদের একসাথে এমন কোনো কাজ করার সুযোগ দেওয়া যা তারা দুজনেই খুব পছন্দ করে এবং প্রায়শই তাদের দলগত প্রচেষ্টার জন্য শক্তিদায়িকা প্রয়োগ করা। বাস্তবিক ক্ষেত্রেই কোনো কাজের জন্য দলগত প্রতিযোগিতার কাম্য আচরণ দ্বারা ঘনঘন মারপিটের মত অকাম্য আচরণকে পরিবর্তন করা যায়।

(৪) নিম্নহারের প্রতিক্রিয়ায় প্রার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (**Differential reinforcement of Lowrate or response /DRL**) : এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেইসব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে যা কম বার হলে কাম্য আচরণ বলা হয়ে থাকে কিন্তু বেশীবার হলে অকাম্য আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয় উদাহরণ একজন শিশু যদি বার বার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে যে কালকে ছুটি কিনা, শিক্ষকের এটা জানানো সত্ত্বেও যে কাল ছুটি নয়। এখানে এই প্রশ্নটি একবার করাটি হল কাম্য ও যুক্তিযুক্ত আচরণ কিন্তু এর উত্তর একবার বলা সত্ত্বেও বার বার জিজ্ঞাসা করাটি হল অকাম্য আচরণ। DRL এখানে প্রয়োগ করা যায় তার প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র একবার দিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে তাতে মনোযোগ না দিয়ে। এরফলে শিশু বহুসময় ধরে কাম্য আচরণটি নির্দিষ্ট হারে বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

মূল্যায়ন : অকাম্য আচরণ—নিয়ন্ত্রণের জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সমস্যামূলক আচরণ ও তার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি পরিবেশগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে যেটা শিক্ষক বা যিনি কর্মসূচীটি প্রয়োগ করছেএখন তার নজরে নাও আসতে পারে। কখনো কখনো যে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় তা যথাযথ হয় না বা ক্রিয়াসংক্রান্ত বিশ্লেষণ যথাযথ না হতে পারে। প্রতিটি অধিবেশনের (session) তত্ত্বাবধান ও তার মূল্যায়ন করলে নিয়ন্ত্রণের কৌশলদি ও অন্যান্য চল বা আচরণকে প্রভাবিত করে তা পরিবর্তনের মাধ্যমে কৌশলগুলির পুনঃপরিকল্পনা করায় সুবিধা হয়। একটি পদ্ধতি ব্যবহার না করে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় দ্বারা, যা প্যাকেজ/ প্রোগ্রাম হিসাবে কাজ করে, সাধারণত সমস্যাগুলিকে আরো ভাল সমাধান করা যায়।

পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকার পদ্ধতিকে প্রাধান্য—দেওয়া প্রয়োজন যেহেতু এই পদ্ধতিতে একটি কাঙ্ক্ষিত আচরণ বাড়ানো যায় ও সেইসঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কমানো যায়।

২.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- আচরণ হল অর্জিত। একজনের বেমানান আচরণ থাকতে পারে দক্ষতায় ঘাটতি থাকার ফলে অথবা চাহিদা পূরণের তাগিদের জন্য।
- প্রাচীন অনুবর্তন (classical conditioning) ও অপারেণ্ট অনুবর্তন (operant conditioning) হল দুটি তত্ত্ব যা শিখনের অনুষ্ণমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- শক্তিদায়িকা কোনো আচরণের সম্ভাবনাকে বাড়ায়। শক্তিদায়িকাকে কার্যকরী করার জন্য সতর্কভাবে নির্বাচন করতে হয়। ও প্রয়োগ করতে হয়।

- সমস্যামূলক আচরণের চিহ্নিতকরণ : যেমন সরাসরি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে, বাবা মাকে/যারা শিশুকে দেখাশোনা করে তাদেরকে একটা সমস্যামূলক আচরণের চেকলিস্ট দ্বারা ইন্টারভিউ করে।
- সমস্যামূলক আচরণের আচরণগত বর্ণনা : সমস্যাটিকে আচরণের মাধ্যমে বর্ণনা করলে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয়। যা হল সমস্যামূলক আচরণকে পর্যবেক্ষণমূলকভাবে ও পরিমাপটুলকভাবে নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা।
- সমস্যামূলক আচরণ নির্বাচন করা / অগ্রাধিকার দেওয়া : একসময়ে একটা বা দুটো সমস্যামূলক আচরণ নির্বাচন করা সবসময়ই কাম্য সবগুলিকে একইসময়ে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সবসময়ই দেওয়া উচিত সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বা অধিকতর বিপদজনক যা বাবা-মা যাকে অগ্রাধিকার দেয় সেই বিষয়কে।
- প্রাথমিক স্তর পরীক্ষণ (Base Line Assessment) (পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহ) : এই পদ্ধতিতে আচরণকে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা হয়। এরজন্য কিছু পদ্ধতি হল—
 - (ক) ঘটনা বা সংখ্যা নথিভুক্তকরণ
 - (খ) স্থায়িত্ব নথিভুক্ত করণ
 - (গ) সময় নির্বাচন নথিভুক্তকরণ ও
 - (ঘ) বিরামকাল / অন্তর নথিভুক্তকরণ।
- ক্রিয়াকলাপজনিত বিশ্লেষণ বা আচরণগত বিশ্লেষণ : এটি পরিবেশগত বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যারফলে আচরণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ করা যায় ও সেইসকল বিষয়গুলিকেও যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ক্রিয়াকলাপজনিত বিশ্লেষণের জন্ম ব্যবহৃত মডেল হল B-C মডেল। যেখানে A হল আচরণের পূর্ববর্তী বিষয়সমূহ (Antecedent factors) B হল পর্যবেক্ষণলব্ধ আচরণ (Behaviour Under Observation) ও C হল আচরণের পরবর্তী বিষয়সমূহ / ফলাফল (consequence factor)
- সমস্যামূলক আচরণের কারণসমূহ : মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যামূলক আচরণের প্রধান চিহ্নিত কারণগুলি হল—
 - (ক) মনোযোগ অর্জনের বিষয়সমূহ
 - (খ) স্বউদ্দীপনা জতি বিষয়সমূহ
 - (গ) দক্ষতার অভাবজনিত বিষয়সমূহ
 - (ঘ) পলায়ন ও
 - (ঙ) আয়ত্ত করা যায় এমন বিষয়সমূহ/অধিগম্য বিষয়সমূহ।

- পুরস্কারের চিহ্নিতকরণ : সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তি দায়িকা সম্পর্কেও তথ্য থাকা দরকার যেহেতু বহু সমস্যামূলক আচরণ যে শক্তিদায়িকা দেওয়া হয় তার থেকেই উদ্ভূত হয়।
- নিয়ন্ত্রণ : সরাসরি শাস্তিদায়ক পদ্ধতিসমূহ, যেমন—(ক) পরিবেশকে পুনর্গঠন করা (খ) ধ্বংস/লোপ করা (গ) টাইম আউট (ঘ) প্রতিক্রিয়া বাধাকরণ (ঙ) শারীরিক বাধাকরণ (চ) প্রতিক্রিয়ার মূল্য (ছ) অতিরিক্ত সংশোধন (জ) বিরূপতার পদ্ধতি এবং শাস্তিবিহীন পদ্ধতিসমূহ যেমন—
(ক) অসঙ্গত আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (খ) অন্যান্য আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা (গ) বিকল্প আচরণের জন্য পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা ও (ঘ) নিম্নহারের প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকা।
- মূল্যায়ন : নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার কার্যকারীতা তত্ত্বাবধান করা।

২.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your Progress)

১. অপসঙ্গতিমূলক আচরণ কি?
২. অপসঙ্গতিমূলক আচরণ পরীক্ষণের টুল (Tool) (পরীক্ষা)গুলি কি কি?
৩. অপারেন্ট কন্ডিশনিং ব্যাখ্যা করুন
৪. নিম্নলিখিত বিষয়ের বর্ণনা করুন
(ক) প্রাথমিক (প্রাইমারী) শক্তিদায়িকা
(খ) সেকেন্ডারী শক্তিদায়িকা
(গ) নির্দিষ্ট বিরামদান পদ্ধতি
(ঘ) বিভিন্ন বিরামদান পদ্ধতি
৫. বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করুন
৬. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করুন—
(ক) প্রতিক্রিয়ার মূল্য
(খ) টাইম আউট
(গ) পরিবেশের পুনঃগঠন
(ঘ) পূর্বাবস্থায় আনা।

৭. পার্থক্যমূলক শক্তিদায়িকাগুলির পরীক্ষণ / মূল্যায়ন করুন।

২.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion / Clarification)

এই এককটি পড়া হলে আপনি আরো কিছু বিষয় আলোচনা/বিশ্লেষণের জন্য ভাবতে পারেন—সেগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

২.৯.১ আলোচনার বিষয় (Points for Discussion)

২.৯.২ বিশ্লেষণের বিষয় (Points for clarification)

২.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment / Activity)

শ্রেণীকক্ষ থেকে সমস্যামূলক আচরণ আছে এমন একটি শিশু নির্বাচন করুন এবং তার ক্রিয়াকলাপজনিত বিশ্লেষণ করুন এবং তার আচরণ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সুপারিশ করুন।

২.১১ উৎস (References)

১. Grossman, (1977). American Association of Mental Deficiency Manual.
২. Grossman, (1983). American Association of Mental Deficiency Manual.
৩. Mazur, J. E. (1986). Learning and behaviour suggested readings, New Jersey : Prentice Hall Inc. Englewood Cliff.
৪. Peshawaria, R. & Venkatesan, S. (1992). Behaviour approach to teaching mentally retarded child, NIMH, Secunderabad.

BLOCK : 3
MOTOR AND COMMUNICATION ASPECTS—ROLE OF
MULTIDISCIPLINARY TEAM

(মোটর এবং কমিউনিকেশন দিক সমূহ—বহু শাখা সম্বন্ধীয়
বিভিন্ন দিক সমূহের দায়িত্ব)